আন্তর্জাতিক কলেকটিভ
ইন সাপোর্ট অফ
ফিসওয়ার্কারস (আইসিএসএফ)

খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য উন্মূলন প্রেক্ষাপটে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষ/শিকার (Fisheries) সম্পর্কিত স্বেচ্ছা নির্দেশিকা

(in bengali)

প্রকাশকঃএফ.এ.ও- জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) দ্বারা প্রকাশিত এবং সঙ্গে ব্যবস্থাপনায়
আন্তর্জাতিক কালেকটিভ ইন সাপোর্ট অফ ফিসওয়ার্কারস (আইসিএসএফ)

খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য উন্মূলন প্রেক্ষাপটে
দীর্ঘস্থায়ী ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষ/শিকার (Fisheries)
সম্পর্কিত স্বেচ্ছা নির্দেশিকা

(in bengali)

দ্বারাঃ

আন্তর্জাতিক কলেক্টিভ ইন সাপোর্ট অফ ফিসওয়ার্কারস(আইসিএসএফ)

২৭ কলেজ রোড, চেন্নাই ৬০০ ০০৬। ভারত

www.icsf.net

2015

খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র বিমোচনে প্রেক্ষাপটে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষ/শিকার (Fisheries) সম্পর্কিত স্বেচ্ছা নির্দেশিকা

এফ.এ.ও- জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) দ্বারা প্রকাশিত এবং সঙ্গে ব্যবস্থাপনায়

আন্তর্জাতিক কালেকটিভ ইন সাপোর্ট অফ ফিসওয়ার্কারস (আইসিএসএফ)

আইএসবিএন: (ISBN) 978-93-80802-39-8

নিম্নলিখিত অনুবাদ সম্পর্কে বিবৃতি এবং দাবি পরিত্যাগঃ

এই নথিটি মূলত খাদ্য নিরাপত্তা এবং দারিদ্র বিমোচনে প্রেক্ষাপটে টেকসই ক্ষুদ্র মৎস্যচাষ সুরক্ষিত করার জন্য স্বেচ্ছা নির্দেশিকা হিসাবে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) দ্বারা ইংরেজিতে প্রকাশিত হয় । আন্তর্জাতিক কালেকটিভ ইন সাপোর্ট অফ ফিস ওয়ার্কারস (আই সি এস এফ) এই নথিটির তামিল বা হিন্দি বা উড়িয়া বা তেলুগু বা বাংলায় অনুবাদ করেছেন। মূল ভাবের কোন বিকৃতি করা হয়নি বা তার উপর দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

উপরোক্ত বিবৃতিতে, বই এবং সিরিজের শিরোনাম ইংরেজি প্রদর্শিত হইবে।

এফ.এ.ও-র স্ট্যান্ডার্ড দাবি পরিত্যাগ নিম্নরূপ:

“এই তথ্য জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার অংশ (এফ.এ.ও- র) কোনো মতামত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রকাশ করে না, উপস্থাপনায় কোনো দেশ, অঞ্চল, আইনি বা উন্নয়ন অবস্থা বিষয়ে উপর শহর বা এলাকা বা তার কর্তৃপক্ষ, বা তার সীমানা বা সীমানা পুনর্নির্ধারণ বিষয়ে এফ এ মতামত বা নীতি প্রতিফলিত না । এই নথিতে , এফ.এ.ও দ্বারা সব কটি বিষয় বা যা কিছু সুপারিশ করা হয়েছে তা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পেটেন্ট হয়েছে কিনা বা না নির্দিষ্ট কোম্পানি বা নির্মাতাদের পণ্যর উল্লেখ করা হয়ে থাকেলে তাতে এফ.এ.ও র দায়বদ্ধতা নেই। এই তথ্যে উল্লিখিত মতামত লেখক বা লেখকদের যা এফ.এ.ও-র মতামত বা নীতি হিসাবে গ্রহন করা যাবে না”।

কপিরাইট নোটিশ: ©ICSF,2015

প্রকাশকঃ

আন্তর্জাতিক কলেক্টিভ ইন সাপোর্ট অফ ফিসওয়ার্কারস(আইসিএসএফ)

২৭ কলেজ রোড, চেন্নাই ৬০০ ০০৬, ভারত

Tel:91-44-28275303

Fax:91-44-28254457

www.icsf.net

বাংলা অনুবাদ : **ডঃ দীপঙ্কর সাহা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত.**

চন্দ্রিকা শর্মা, বিশ্বের সর্বত্র মৎস্য শ্রমিকদের জীবন উন্নয়নের জন্য যিনি নিরলসভাবে কাজ করেছেন এবং এই নির্দেশিকা প্রণয়নে যাঁর অসামান্য অবদান তাঁর সম্মানে উৎসর্গীকৃত ।

মুখবন্ধ

খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচন (এসএসএফ নির্দেশিকা) প্রেক্ষাপটে টেকসই ক্ষুদ্র মৎস্যশিকার সুরক্ষিত করার জন্য স্বেচ্ছা নির্দেশিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্পূর্ণভাবে নিবেদিত প্রথম আন্তর্জাতিকভাবে সম্মত নথি কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যশিকার ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত প্রায়ই উপেক্ষিত ।

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যশিকার ক্ষেত্র দৃঢ়ভাবে স্থানীয় সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ এর পথেই পরিচালিত হচ্ছে। অনেক ছোট ছোট মাপের স্বনিযুক্ত মৎস্যজীবি সাধারণত তাদের পরিবারের বা সম্প্রদায়ের মধ্যে খাদ্য হিসাবে বা সরাসরি সংসার খরচ চালানোর জন্য মৎস্য শিকার করেন। মহিলারা বিশেষত মৎস্যশিকারোত্তর ও প্রক্রিয়াকরণজাত কার্যক্রম ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণকারী হিসাবে চিহ্নিত।

এটা অনুমান করা হয় যে মৎস্যশিকারের উপর সরাসরি নির্ভরশীল সমস্ত মানুষএর প্রায় ৯০ শতাংশ ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য ক্ষেত্রে কাজ করেন। যেমন, ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যশিকার তীরবর্তী সম্প্রদায়ের জীবিকা ওপরে, অর্থনীতির খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান এবং অন্যান্য গুণক উপর প্রভাব প্রদানকরে এবং একটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্ম হিসেবে পরিবেশিত হয়।

এসএসএফ নির্দেশিকা দীর্ঘ দিনের প্রয়োজনীয় একটি নথি যা কারণ ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যশিকারের ক্ষেত্রে যা আন্তর্জাতিক বিষয়াদির উপর ঐক্যমতের নীতি এবং দিক নির্দেশনা প্রদান করে। এসএসএফ নির্দেশিকা সমুদ্র আইন বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন মাছধরা বিধান এর পাশাপাশি বহুল স্বীকৃত এবং বাস্তবায়িত আন্তর্জাতিক মৎস্য নীতি যা দায়ী মৎস্যশিকারের পরিপূর্ণ আচরণবিধির দিক নির্দেশ দেয়। এসএসএফ নির্দেশিকা ঘনিষ্ঠভাবে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা প্রেক্ষাপটে ভূমি, মৎস্য ও বনজসম্পদের উপর দায়ী শাসনের স্বতঃপ্রবৃত্ত নির্দেশাবলী সম্পর্কিত হয়, স্বেচ্ছা নির্দেশিকা জাতীয় প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকারের প্রগতিশীল বাস্তবায়ন খাদ্য নিরাপত্তা সমর্থন, কৃষি ও খাদ্য সিস্টেম দায়ী ইনভেস্টমেন্ট জন্য মূলনীতি নির্ধারন এর দিক নির্দেশ দেয়। এই নথির মত, এসএসএফ নির্দেশিকা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে হাজির মানুষের অধিকার আদায় এবং প্রয়োজন একটি উচ্চ অগ্রাধিকার বর্ণনা করে।

এসএসএফ নির্দেশিকা তেইশ নবম ও মৎস্য এফ এ কমিটি (COFI) ত্রিশতম সভার সুপারিশের ওপর ভিত্তি করে একটি নিম্ন ধাপ থেকে উপরে উঠা অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার ফলাফল। ২০১০ এবং ২০১৩ সালের মধ্যে, এফ এ ও ৬ টি আঞ্চলিক ও ১২০ টির অধিক দেশ থেকে সরকার, ক্ষুদ্রায়তন জেলে, মাছ শ্রমিক ও তাদের সংগঠন, গবেষক, উন্নয়ন অংশীদার এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক স্টেকহোল্ডারের প্রায় ৪০০০ এর বেশী প্রতিনিধিদের নিয়ে ও ২০ টি নাগরিক-সমাজ সংগঠনের নেতৃত্বাধীন যে একটি বিশ্বব্যাপী প্রক্রিয়া সহজতর করার উদ্দেশ্যে জাতীয় পরামর্শমূলক বৈঠক আয়োজন হয়। এই আলোচনায় ফলাফলের চূড়ান্ত টেক্সট উপর ২০১৩ সালের মে মাসে এবং ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটি এফ এ ও প্রযুক্তিগত পরামর্শকমিটির জন্য আলোচনার ভিত্তিতে সম্মতি প্রদান করা হয়। ২০১৪ এর জুন মাসে COFI ৩১ তম অধিবেশনে এসএসএফ নির্দেশিকা নিরাপদ এবং টেকসই ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যশিকার নিশ্চিত করার উপর বিশেষ আগ্রহ প্রধান করে।

এসএসএফ নির্দেশিকা একটি মৌলিক হাতিয়ার, যার মাধ্যমে এফ.এ.ও র টেকসই উন্নয়নের দ্বারা দারিদ্র বিমোচন, ক্ষুধা নির্মূলের নতুন কৌশলগত কাঠামো হিসাবে বিবেচ্য হবে এবং যা সংস্থার নীতি সমর্থনে করবে। তারা সব স্তরে সংলাপ, নীতি নির্ধারন,কর্ম কৌশল এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য নির্মূল করার ক্ষেত্রে পূর্ণ অবদান বুঝতে সহায়তা করব। এসএসএফ নির্দেশিকা বাস্তবায়নে করার ক্ষেত্রে এফ.এ.ও. সদস্য এবং সব অংশীদারদের জন্য বর্তমানে একটি চ্যালেঞ্জ।

এফ.এ.ও. এসএসএফ নির্দেশিকা বাস্তবায়নে সমর্থন দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সকল স্টেকহোল্ডারের সঙ্গে ক্রমাগত সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে - সরকার, ক্ষুদ্রায়তন জেলে, মাছ শ্রমিক ও তাদের সংগঠন, সুশীল সমাজের সংগঠন, গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বেসরকারি খাতে এবং দাতা কমিউনিটি সহ সকল খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রেক্ষাপটে টেকসই ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যশিকার কে বাস্তবায়নের জন্য এফ.এ.ও সহায়তা করবে।

হোসে গ্রাজিয়ানো দা সিলভা
এফএও মহাপরিচালক

সূচীপত্র

সংক্ষিপ্তকরণ এবং আদ্যক্ষরসমস্টি ঘ

ভূমিকা ১

অংশ ১

সূচনা

১। উদ্দেশ্য ৬

২। প্রকৃতি এবং সুযোগ ৬

৩। নিয়মনীতি ৭

৪। আন্তর্জাতিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক ৯

অংশ ২

দায়িত্বশীল মৎস্যচাষ ও
দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন

৫। ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষের মেয়াদ নিয়ন্ত্রন
ও ব্যবহারযোগ্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ১১

৫ ক) দায়ীত্বশীল মেয়াদ নিয়ন্ত্রন ১১

৫ খ) দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারযোগ্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ১৩

৬। সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং উপযুক্ত কাজ ১৪

৭। মুল্য শৃঙ্খল, মৎস্যশিকারোত্তর কার্যকলাপ ও বাণিজ্য ১৮

৮। লিঙ্গ সমতা ২০

৯। দুর্যোগের ঝুঁকি এবং জলবায়ু পরিবর্তন ২১

অংশ ৩

অনুকুল পরিবেশের সৃজন এবং
বাস্তবায়নে সহায়তা

১০। নীতির সুসঙ্গতি, প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় ও সহযোগিতা ২৪

১১। তথ্য সংস্থান, গবেষণা এবং যোগাযোগ ২৫

১২। সামর্থ্য বিকাশ সাধন ও প্রশিক্ষন ২৮

১৩। বাস্তবায়ন সহায়তা এবং অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ২৯

বর্ণমালা এবং আদ্যক্ষরসমস্টি

সিসিএ

জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিজোযন

সিইডিএডব্লউ

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সমিতি

সিএসও

সুশীল সমাজ প্রতিষ্ঠান

ডিআরএম

আকস্মিক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ

ইএএফ

বাস্তুতন্ত্র পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ

এইচআইভি/এইডস্

মানব ইমিউনো ভাইরাস / অর্জিত ইমিউনো সিন্ড্রোম

আইসিইএসসিআর

অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক চুক্তি

আইজিও

আন্তঃসরকার সংস্থা

আইএলও

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা

আইএমও

ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের

আইইউইউ

অবৈধ, অবিবৃত এবং অনিয়ন্ত্রিত (মাছধরা)

এমসিএস

পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ এবং নজরদারি

এনজিও

বেসরকারি সংস্থা

রিও+২০

দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন সম্বন্ধে জাতিসংঘ সম্মেলন (রিও +20)

দি কোড

কোড অফ কন্ডাক্ট কোড (এফএও)

ইউএন

জাতিসংঘ

ইউএন ডিআরআইপি

আদিবাসি অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘের ঘোষণা

ইউএনএফসিসিসি

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক জাতিসংঘের ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন

ডব্লউটিও

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার

ভূমিকা

খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচন প্রেক্ষাপটে সহনিয় ক্ষুদ্র মৎস্য চাষকে সুরক্ষিত করার জন্য এই স্বেচ্ছা নির্দেশিকা প্রকাশিত হয়েছে, এটি 1995 এর এফএও (FAO)-র কোড অফ কন্ডাক্টএর একটি সম্পূরক নথি হিসেবে ধরা যেতে পারে। এই কোড প্রধানত ক্ষুদ্র মৎস্য চাষের সামগ্রিক নীতির সমর্থনে ও তার পরিপূরক প্রদানের ভিত্তির ওপর নির্ভর করে তৈরী করা হয়েছে। সেই অনুযায়ী, এই নির্দেশিকা ক্ষুদ্র মৎস্য চাষের ভূমিকা, দৃশ্যমানতা, স্বীকৃতির গুরুত্ব এবং বৃদ্ধির সমর্থন এর উপায় দেখায় এবং আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় স্তরে ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণ প্রচেষ্টার উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। এই নির্দেশিকা মানবাধিকার-ভিত্তিক পদ্ধতির উন্নয়ন এবং প্রান্তিক মানুষ সহ ক্ষুদ্র মাছ চাষি এবং মাছ শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমএ যুক্ত মানুষ দের উপর ভিত্তি করে, বর্তমান এবং ভবিষ্যত এ নিযুক্ত মৎস্য কর্মী ও আগামি প্রজন্মের সুবিধার জন্য এক টেকসই বা সহনিয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নযনের সমর্থনে প্রকাশিত হয়েছে।

এটা লক্ষ্যনীয় যে এই নির্দেশিকা স্বতঃস্ফুর্ত, সমগ্র বিশ্বে প্রযোজ্য এবং বিশেষভাবে উন্নয়নশীল দেশের চাহিদা ভিত্তিকভাবে লিখিত।

ক্ষুদ্রায়তন এবং বিশেষপ্রকার মৎস্যচাষে, প্রাক ফসল, ফসল এবং ফসল-উত্তর পর্যায়ে পুরুষদের ও মহিলাদের দ্বারা মূল্যশৃংখল এর সমগ্র কার্যাবলি, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, ন্যায়সঙ্গত উন্নয়ন এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারযোগ্য সম্পদ ব্যাবস্থাপনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে . ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষ স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান করে এবং উপার্জিত অর্থের মাধ্যমে স্থানীয় এবং জাতীয় অর্থনীতির পরিপোষক হয়।

বিশ্বব্যাপী মৎস্য উৎপাদনের প্রায় অর্ধেক পরিমানই ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষের মাধ্যমে হয়। যদি সরাসরি মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত মাছের পরিমান সাপেক্ষে বিবেচনা করা হয় তাহলে, ক্ষুদ্রায়তন মৎসচাষের অবদান বেড়ে সমগ্র মাছের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশে গিয়ে দাঁড়ায়। অসামুদ্রিক মৎস্যচাষ এই পরিসংখানের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে গুরুত্বপুর্ণ, কারণ সেক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষের মাধ্যমে ধরা মাছের বেশিরভাগই সরাসরি ভাবে মানুষের খাদ্য রুপে ব্যবহৃত হয়। ক্ষুদ্রায়তন মৎসচাষ বিশ্বের প্রায় ৯০ শতাংশ জেলে ও মাছ-শ্রমিকদের জীবিকার যোগান দেয় এবং এদের প্রায় অর্ধেক জেলে/শ্রমিকই মহিলা। স্থায়ী বা ঠিকা হিসেবে জেলে এবং মাছ-শ্রমিকদের কর্মসংস্থান ছাড়াও ঋতুকালীন বা অনিয়মিতভাবে মাছ ধরা ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম লক্ষ লক্ষ মানুষকে অত্যাবশ্যক জীবিকা প্রদান করে। এই ধরনের কাজকর্ম নিয়মিতভাবে অতিরিক্ত উপার্জনের সুযোগ করে দেয় অথবা অনটনের সময়ে বিশেষ করে দরকারী হয়ে যেতে পারে। অনেক ছোট

১। এই নথিতে 'মৎস্য সম্পদ' শব্দটি দ্বারা সকল প্রকার জীবন্ত জলজ সম্পদ (সামুদ্রিক এবং স্বাদুজল উভয়েই) বোঝান হয়েছে - সাধারণতঃ যেগুলি ধরা বা চাষ করা হয়।

মাপের মাছচাষী এবং মাছ শ্রমিক সাবলম্বীভাবে তাদের পরিবারের এবং সম্প্রদায়ের জন্য খাদ্য সরবরাহ মাছ ধরে আর তার সাথে বাণিজ্যিক মাছ ধরা, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিক্রয়ের কাজেও যুক্ত থাকে। মাছ ধরা ও সংশ্লিষ্ট কার্যাবলি প্রায়শই উপকূলীয়, হ্রদতীরবর্তী এবং নদীতীরবর্তী সম্প্রদায়ের স্থানীয় অর্থনীতির উপরে জোরালো প্রভাব ফেলে, এবং একটি চালিকা শক্তি রুপে কাজ করে যা অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রকেও বহুগুনে প্রভাবিত করে।

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষ একটি বৈচিত্র্যময় এবং পরিবর্তনশীল উপক্ষেত্র যেটির একটি প্রধান বৈশিষ্ট হল ঋতুকালীন পরিযাণ। এই উপক্ষেত্রের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্টগুলির অবস্থানভিত্তিক তারতম্য ঘটে। প্রকৃতপক্ষে, ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষ সংলগ্ন অঞ্চলের স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিকটবর্তী অঞ্চলের মৎস্য সম্পদ, ঐতিহ্য ও মুল্যবোধের সাথে ঐতিহাসিক সম্পর্ক এবং বর্তমান সামাজিক সংযোগ লালন করে। বহু ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য চাষি এবং মাছ-কর্মীদের কাছে মৎস্যচাষ একপ্রকার জীবনচর্যা এবং এই উপক্ষেত্র একটি বৈচিত্র্যময় এবং সমৃদ্ধ তথা বিশ্বব্যাপী তাৎপর্যপুর্ণ সংস্কৃতির উদ্ভবে সাহায্য করে। অনেক ছোট মাপের জেলে, মাছ-শ্রমিক ও তাদের সম্প্রদায়েরা যেমন - অসুরক্ষিত এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীসমুহ - মৎস্য সম্পদের অধিকার এবং সংলগ্ন এলাকায় প্রবেশাধিকারের জন্য নির্ভরশীল। মৎস্যচাষ ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রম (প্রক্রিয়াকরণ এবং বিক্রয়ব্যবস্থা ইত্যাদী) জন্য তথা বাসস্থান ও জীবিকানির্বাহের সহায়তার জন্য, উপকূলবর্তী / সরোবর ইত্যাদির সন্নিহিত এলাকায় জমির মেয়াদভিত্তিক ভোগদখল অধিকার সুনিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী। জলজ বাস্তুতন্ত্রের স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট জীববৈচিত্র, তাদের জীবিকার একটি মৌলিক ভিত্তি এবং তাদের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য এই উপক্ষেত্রের অবদানের ক্ষমতার বনিয়াদ।

তাদের গুরুত্ব সত্ত্বেও, অনেক ক্ষুদ্রায়তন মাছ ধরার সম্প্রদায়কে এখনও প্রান্তিক করা হয়, এবং খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন, ন্যায়সঙ্গত উন্নয়ন এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যাবহারযোগ্য সম্পদ ব্যবহার করার জন্য তাদের অবদান - যা তাদের এবং অন্যদের উভয়ের উপকার করে - সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয় না।

ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষের অবদানকে সুরক্ষিত এবং বর্ধিত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিকুলতা এবং

সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়। গত তিন থেকে চার দশক ধরে মৎস্যচাষের উন্নয়নের ফলে সারা বিশ্বে অনেক জায়গায় মৎস্য সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত শোষন হয়েছে এবং মাছের আবাসস্থল এবং বাস্তুতন্ত্র বর্তমানে বিপর্যয়ের সন্মুখীন। মৎস্য সম্পদের বরাদ্দকরণ ও লাভের ভাগাভাগির জন্য যে প্রথাগত নিয়ম হয়ত পুরুষানুক্রমে চলে আসছিল, তা বিনা অংশগ্রহণমুলক মৎসচাষের কারনে পালটে গেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা কেন্দ্রিভুত নিয়ন্ত্রন পদ্ধতিতে মৎস্যচাষে, প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়ন, বা সামাজিক পরিবর্তনের কারণে হয়েছে।. ক্ষুদ্রায়তন মাছ ধরার সম্প্রদায়ের তাদের সীমিত ক্ষমতা্র কারনে সাধারণত অসম সম্পর্কের ভুক্তভগী। অনেক জায়গায়, বড় মাপের মাছ ধরার অভিযানের সঙ্গে ক্ষুদ্র মৎসচাষিদের বিবাদ বাধে, এবং ক্ষুদ্র মৎস্যচাষিদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বা ও অন্যান্য ব্যবসার সাথে প্রতিযোগিতাও তাদের সমস্যার কারণ।. এই অন্যান্য ব্যবসায় প্রায়শই শক্তিশালী রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা বা অর্থনৈতিক প্রভাব থাকতে পারে, যেমন: পর্যটন, জলজ পালন, কৃষি, শক্তি, খনিজ, শিল্প ও অবকাঠামো উন্নয়ন।

ক্ষুদ্রায়তন মাছ ধরার সম্প্রদায়ের মধ্যে দারিদ্র্য থাকে, সেটি বহুমাত্রিক প্রকৃতির হয় এবং শুধুমাত্র নিম্ন আয়ের কারণেই নয় বরং আরও নানাবিধ কারণে ঘটে যা তাদের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সহ মানবাধিকার পুর্ণভাবে উপভোগ করতে দেয় না। ক্ষুদ্রায়তন জেলে সম্প্রদায়েরা সাধারণত প্রত্যন্ত এলাকায় বসবাস করে এবং বাজারের সাথে তাদের সীমিত বা অসুবিধাজনক ভাবে যোগাযোগ থাকে এবং স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য সামাজিক পরিসেবার সংস্থানও তাদের সামান্য। এদের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে কম আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মাত্রা, অস্বাস্থের প্রকোপ (প্রায়ই গড় সাপেক্ষে বেশি এইচআইভি / এইডস এর সংক্রমন) অপর্যাপ্ত সাংগঠনিক কাঠামো অস্তিত্ব। ক্ষুদ্রায়তন মাছ ধরার সম্প্রদায়ের বিকল্প জীবিকার, যুব বেকারত্ব, অস্বাস্থ্যকর ও অনিরাপদ কাজের পরিবেশ, জোরপূর্বক শ্রম, এবং শিশু শ্রম অভাব সম্মুখীন হিসাবে উপলব্ধ সুযোগ সীমিত. ক্ষুদ্রায়তন মাছ ধরার সম্প্রদায়েরা যেসব প্রতিকুলতার সম্মুখীন তা ছাড়াও পরিবেশ দূষণ, পরিবেশের অবনতি, জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব এবং প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যকৃত দুর্যোগও তাদের ওপরে বিরূপ প্রভাব ফেলে। এই সব কারণে ক্ষুদ্রায়তন মাছচাষী এবং মাছ কর্মীদের পক্ষে তাদের সমস্যার কথা জানানো, তাদের মানবাধিকার ও মেয়াদ-অধিকারের রক্ষা, এবং মৎস্য সম্পদের

দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারের অধিকারের নিরাপত্তা, ইত্যাদি যার উপরে তাদের জীবন ও জীবিকা নির্ভরশীল, সেগুলি সুনিশ্চিত করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

এই নির্দেশিকাটি বিভিন্ন ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষী সম্প্রদায়, সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠান (CSOs), সরকার, আঞ্চলিক সংস্থা এবং অন্যান্য প্রতিনিধিদের নিয়ে, একটি অংশগ্রহণমূলক এবং পরামর্শমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিকশিত করা হয়েছে। খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) ২০১৩ সালের ২০-২৪শে মে এবং ২০১৪ সালের ৩-৭ম ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত দুটি অধিবেশন এই নির্দেশিকার জন্য প্রযুক্তিগত পরামর্শ দান করেছে ও তার পরে লিখিত নির্দেশিকার পুনঃসমিক্ষা করেছে। এই নির্দেশিকার ভিত্তি হিসেবে তারা বিবেচনা করেছেন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং নীতি যথা সমতা ও বৈষম্যহীনতা, অংশগ্রহণ এবং অন্তর্ভুক্তি, জবাবদিহিতা ও আইনানুগ আচরণ এবং সব মানুষের অধিকার যে সার্বজনীন, অবিভাজ্য, পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এবং পরস্পরের উপর নির্ভরশীল, ইত্যাদী । এই নির্দেশিকা আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং উক্ত নীতির সমর্থন করে। এই নির্দেশিকা 'রিও আচরণবিধির' এবং সম্পর্কিত নিয়মাবলীর পরিপূরক। এটি 'রিও আচরণবিধি' সম্প্রর্কিত প্রযুক্তিগত নির্দেশিকা যেমন, দায়ীত্বশীল মৎসচাষের জন্য প্রযুক্তিগত নির্দেশিকা নং ১০ "দারিদ্র্য বিমোচন ও খাদ্য নিরাপত্তার জন্য ক্ষুদ্রায়তন মৎসচাষের অবদান বৃদ্ধি", এবং প্রযোয্য আরো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নির্দেশিকা যেমন,

জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা (মেয়াদ নির্দেশাবলী) প্রেক্ষাপটে মেয়াদভিত্তিক ভূমি ভোগদখল, মৎস্য ও বনসম্পদের দায়ীত্বশীল পরিচালনার জন্য স্বেচ্ছা নির্দেশিকা এবং জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা (খাদ্যের অধিকার নির্দেশিকা) প্রেক্ষাপটে পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকারের ক্রমশ বাস্তবায়নের জন্য স্বেচ্ছা নির্দেশিকা সমর্থন করে। রাষ্ট্র এবং অন্যান্য ভাগীদারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এই নির্দেশিকা ছাড়াও উপরোক্ত নির্দেশিকাগুলি বিবেচনা করা, সেইসাথে প্রাসঙ্গিক আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তাদের দ্বায়িত্ব, স্বেচ্ছা অঙ্গীকার ও লভ্য পরামর্শের সম্পুর্ণরূপে সদব্যবহার করতে।

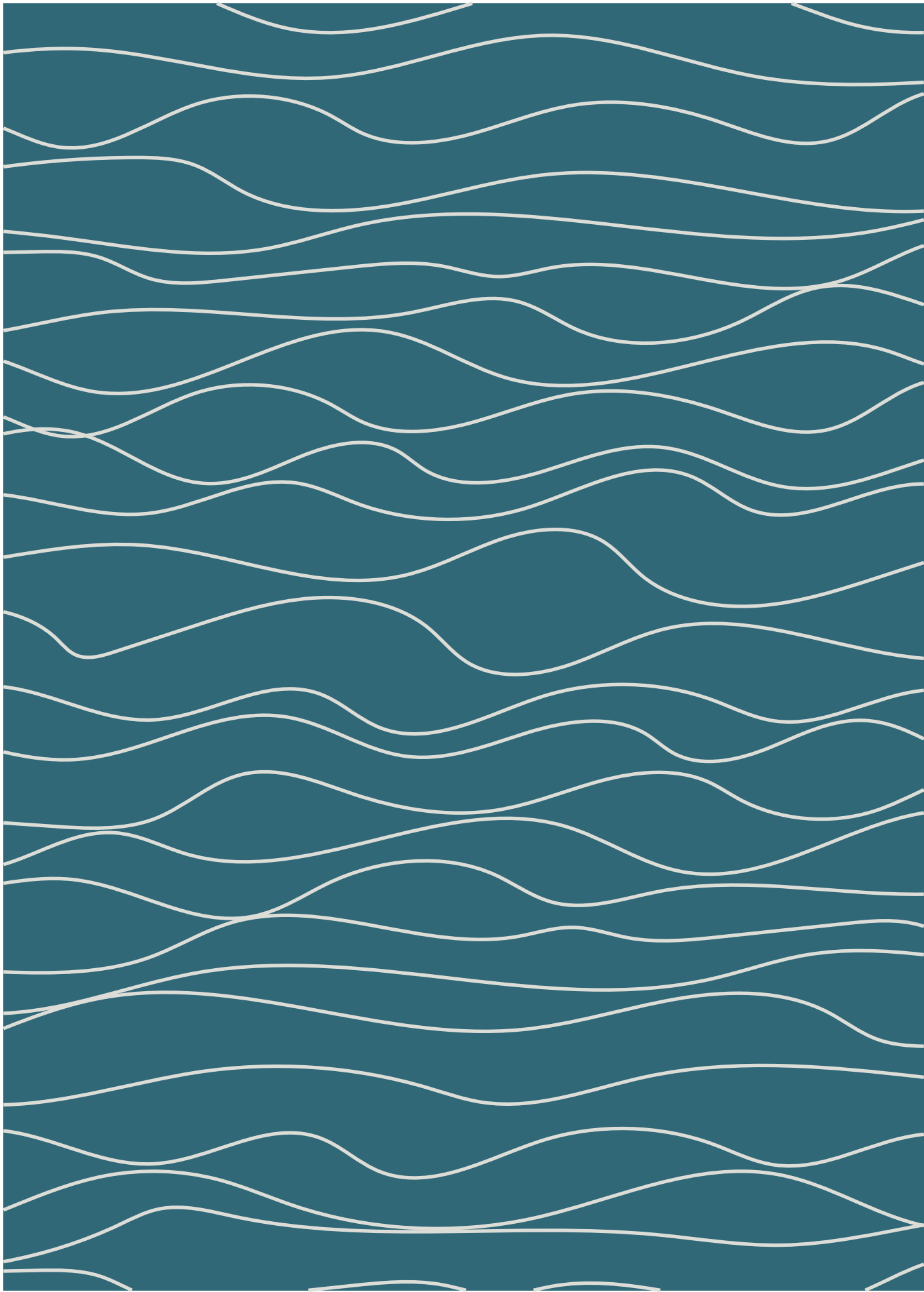

অংশঃ ১
সূচনা

১.উদ্দেশ্য

১.১ এই নির্দেশিকার উদ্দেশ্য হল:

ক) একটি বিশ্ব খাদ্যনিরাপত্তা এবং পুষ্টি ক্ষুদ্র মৎস্য অবদান উন্নত এবং পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার প্রগতিশীল আদায় সমর্থন,

খ) ন্যায়সঙ্গত ক্ষুদ্রায়তন জেলে সম্প্রদায়ের উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য নির্মূল অবদান এবং মাছ ও মাছ শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি মধ্যে উন্নত টেকসই মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রেক্ষাপটে,

গ) দায়িত্বপ্রাপ্ত মৎস্য কোড অফ কন্ডাক্ট (কোড) এবং সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবহার, বিচক্ষণ ও দায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ অর্জন,

ঘ) গ্রহ এবং তার দেশের মানুষের জন্য সামাজিক ও পরিবেশগতভাবে টেকসই ভবিষ্যত, অর্থনৈতিকভাবে ছোট মাপের মৎস্য অবদান উন্নীত করা,

ঙ) দায়ী এবং টেকসই ক্ষুদ্র মৎস্য বর্ধিতকরণ জন্য উন্নয়ন এবং বন্ধুত্বপূর্ণ বাস্তু এবং অংশগ্রহণমূলক নীতি, কৌশল ও আইনি কাঠামো বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্রের এবং অংশীদারদের দ্বারা বিবেচনা করা যেতে পারে যে নির্দেশনা প্রদান করা, এবং

চ) জন সচেতনতা উন্নতি এবং ক্ষুদ্র মৎস্য, পৈতৃক এবং ঐতিহ্যগত জ্ঞান বিবেচনা করে, এবং তাদের সংশ্লিষ্ট সীমাবদ্ধতা এবং সুযোগ সংস্কৃতি, ভূমিকা, অবদান এবং সম্ভাব্য জ্ঞান অগ্রগতি উন্নীত করা.

১.২. এর নির্দেশিকার উদ্দেশ্য, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ, এবং মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবহারের জন্য দায়িত্ব অনুমান করা, পুরুষ এবং মহিলা উভয়দের, সহ ক্ষুদ্রায়তন জেলে সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নে করে, একজন মানবাধিকার-ভিত্তিক পদ্ধতির প্রচার মাধ্যমে অর্জন করা উচিত এবং উন্নয়নশীল দেশের প্রয়োজনের উপর এবং প্রবন এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুবিধার জন্য জোর স্থাপন।

২। প্রকৃতি এবং সুযোগ

২.১ এই নির্দেশিকা স্বেচ্ছাসেবী প্রকৃতির হয়. নির্দেশাবলী, সব প্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র মৎস্য আবেদন করতে সুযোগ কিন্তু উন্নয়নশীল দেশের চাহিদার উপর একটি নির্দিষ্ট ফোকাস সঙ্গে বিশ্বব্যাপী হতে হবে।

২.২ এই নির্দেশিকা উভয় সামুদ্রিক এবং অন্তর্দেশীয় জলের, মূল্য চেইন বরাবর কার্যক্রম, এবং pre- এবং post- ফসল কার্যক্রম সম্পূর্ণ পরিসর কাজ অর্থাৎ পুরুষদের এবং মহিলাদের মধ্যে ক্ষুদ্র মৎস্য প্রাসঙ্গিক. ক্ষুদ্র মৎস্য ও জলজ পালন মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ স্থাপন স্বীকৃত হয়, কিন্তু এই নির্দেশিকা প্রধানত ক্যাপচার মৎস্য ফোকাস।

২.৩ এই নির্দেশিকা, যেমন, উপ আঞ্চলিক, আঞ্চলিক, আন্তর্জাতিক এবং আন্তঃসরকারি সংস্থা (IGOs) এবং ক্ষুদ্র মৎস্যচাষে অংশগ্রহনকারী , মাছ শ্রমিক, তাদের সম্প্রদায়ের হিসাবে, দেশের সব পর্যায়ে, এফ সদস্য এবং অ সদস্য সুরাহা করা হয় ঐতিহ্যগত এবং গতানুগতিক কর্তৃপক্ষ, এবং সম্পর্কিত পেশাদারী সংস্থা এবং (CSOs). তারা গবেষণা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লক্ষ্য করা হয়, বেসরকারি খাত, বেসরকারি

সংস্থা (এনজিও) ও মৎস্য খাত, উপকূলীয় এবং পল্লী উন্নয়ন ও জলজ পরিবেশ ব্যবহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব অন্যদের।

২.৪ এই নির্দেশিকা ক্ষুদ্র মৎস্য বৈচিত্র্য চিনতে subsector এর কোন একক ও একমত সংজ্ঞা নেই. সেই অনুযায়ী, নির্দেশিকায় ক্ষুদ্র মৎস্য একটি প্রমিত সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং নির্দেশিকা জাতীয় প্রেক্ষাপটে কিভাবে প্রয়োগ করা উচিত তার কোন সংজ্ঞা নেই . এই নির্দেশিকা ক্ষুদ্র মৎস্য ও অসহায় মৎস্যজীবী মানুষদের কিছু করার, বিশেষ করে প্রাসঙ্গিক. নির্দেশিকা আবেদন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য তৈরী হয়েছে, এটা ক্ষুদ্র বলে মনে করা হয়, যা কার্যক্রম এবং অপারেটরদের নিরূপণ করা গুরুত্বপূর্ণ, এবং অধিক মনোযোগ প্রয়োজন প্রবন এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর চিহ্নিত। এটি একটি আঞ্চলিক, উপ আঞ্চলিক বা জাতীয় পর্যায়ে গ্রহণ হতে হয়, যা বিশেষ প্রসঙ্গ অনুযায়ী উচিত প্রয়োগ করা হয়েছে. রাষ্ট্রের যেমন সনাক্তকরণ এবং আবেদন অর্থপূর্ণ দ্বারা পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করা উচিত এবং বাস্তব অংশগ্রহণমূলক, পরামর্শমূলক, বহুস্তরীয় এবং উভয় পুরুষদের এবং মহিলাদের কণ্ঠ শোনা হয়, যাতে উদ্দেশ্য ভিত্তিক প্রসেস. সমস্ত দলগুলোর সমর্থন এবং যেমন প্রসেসের মধ্যে, উপযুক্ত এবং প্রাসঙ্গিক হিসাবে অংশগ্রহণ করা উচিত।

২.৫ এই নির্দেশিকার ব্যাখ্যা এবং জাতীয় আইনগত ব্যবস্থা এবং তাদের প্রতিষ্ঠান অনুযায়ী প্রয়োগ করতে হবে।

৩। নিয়ম নীতি

৩.১ এই নির্দেশিকা পরিশোধ, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মান, দায়ী মৎস্য মান ও অনুশীলন এবং টেকসই উন্নয়ন (রিও 20) ফলাফল নথি 'আমরা চাই ভবিষ্যৎ' জাতিসংঘ সম্মেলন অনুযায়ী টেকসই উন্নয়ন, কোড এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে বিশেষ প্রনয়ন এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মনোযোগ এবং পর্যাপ্ত খাদ্যের অধিকার প্রগতিশীল আদায় সমর্থন প্রয়োজন।

১. মানবাধিকার ও মর্যাদা: সকল পক্ষের, সম্মান চিনতে উন্নীত করা এবং মানবাধিকার নীতি ও, ক্ষুদ্র মৎস্য উপর নির্ভরশীল সম্প্রদায়ের তাদের প্রযোজ্যতা রক্ষা করা উচিত সহজাত মর্যাদা এবং সকল ব্যক্তিদের সমান এবং অবিচ্ছেদ্য মানবাধিকার স্বীকৃতি আন্তর্জাতিক দ্বারা নির্ধারিত হিসাবে মানবাধিকার মান: সার্বজনীনতা এবং অবিচ্ছেদ্যতা; অবিভাজ্যতা; পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং interrelatedness; অ-বৈষম্য এবং সমতা; অংশগ্রহণ এবং অন্তর্ভুক্তি; জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন. রাষ্ট্রের এবং সম্মান ক্ষুদ্র মৎস্য তাদের কাজ মানুষের অধিকার রক্ষাকর্মীদের অধিকার রক্ষা করা উচিত.
ক্ষুদ্র আয়তন মৎস্য সম্পর্কিত ব্যবসা উদ্যোগ সহ সকল অ-রাষ্ট্রীয় অংশগ্রহণ কারীদের মানবাধিকার সম্মান এর দায়িত্ব আছে. রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মান সঙ্গে তাদের সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য অ-রাষ্ট্রীয় অংশগ্রহণ কারীদের ক্ষুদ্র মৎস্য সম্পর্কিত কার্যকলাপের সুযোগ নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

২। সংস্কৃতির সম্মান: আদিবাসীদের স্বীকৃতি এবং নারী ,জাতিগত সংখ্যালঘুদের নেতৃত্ব উৎসাহিত করে এবং অ্যাকাউন্ট কলা মধ্যে গ্রহণ সহ প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান ফরম, ঐতিহ্যগত এবং স্থানীয় জ্ঞান এবং ক্ষুদ্রায়তন জেলে সম্প্রদায়ের চর্চা, সম্মান. নারীর

বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ যা কনভেনশন 5এ উল্লেখ করা হয়েছে।

৩। অ-বৈষম্য নীতি এবং অনুশীলন ক্ষুদ্র মৎস্য বৈষম্য সব ধরণের বর্জন প্রচার।

৪। লিঙ্গ সমতা এবং ইকুইটি কোনো মৌলিকউন্নয়ন । ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতি, সমান অধিকার ও সুযোগ উন্নীত করা উচিত।

৫। ইক্যুইটি এবং সমতা: ন্যায়বিচার ও সুষ্ঠু চিকিৎসার প্রচার - উভয় আইনত এবং অনুশীলন - সব অধিকার, মানবাধিকার ভোগ সমান অধিকার সহ সব মানুষএর. একই সময়ে, নারী ও পুরুষদের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার করা উচিত এবং নির্দিষ্ট ব্যবস্থা, বিশেষ করে প্রবন এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যায়সঙ্গত ফলাফল, অর্জন করা প্রয়োজন যেখানে অর্থাৎ অগ্রাধিকার ব্যবহার করে, কার্যত সমতা ত্বরান্বিত নিয়ে যাওয়া হয়।

৬। পরামর্শ এবং অংশগ্রহণ: আদিবাসী সহ ক্ষুদ্রায়তন জেলে সম্প্রদায় একাউন্টে গ্রহণ, সক্রিয় বিনামূল্যে, কার্যকর, অর্থপূর্ণ এবং জ্ঞাত অংশগ্রহণ নিশ্চিত সংশ্লিষ্ট পুরো সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় আদিবাসীদের অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণা (জাতিসংঘ ড্রিপ) ক্ষুদ্র মৎস্য কাজ হিসাবে ভাল হিসাবে সন্নিহিত জমি এলাকায়, এবং বিবেচনা বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে বিদ্যমান ক্ষমতা ভারসাম্য গ্রহণ যেখানে মৎস্য সম্পদ এবং সব এলাকায় এই সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে, যারা এই পূর্বে নেওয়া, এবং তাদের অবদান সাড়া হওয়া থেকে মতামত এবং সমর্থন অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

৭। আইনের শাসন: সব প্রযোজ্য আইন ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য ভাষায় প্রচারিত হয়, মাধ্যমে ক্ষুদ্র মৎস্য জন্য একটি নিয়ম-ভিত্তিক পদ্ধতির অবলম্বন সমানভাবে প্রয়োগ করা এবং স্বাধীনভাবে অভি, এবং জাতীয় ও অধীন উপস্থিত বাধ্যবাধকতা সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে আন্তর্জাতিক আইন, এবং প্রযোজ্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক যন্ত্র অধীনে স্বেচ্ছাসেবী অঙ্গীকার কারণের ক্ষেত্রে।

৮। স্বচ্ছতা: স্পষ্ট সংজ্ঞা এবং ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য ভাষায় নীতি, আইন ও পদ্ধতি প্রচার, এবং ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য ভাষায় এবং সব থেকে প্রবেশযোগ্য বিন্যাসে সিদ্ধান্ত প্রচার।

৯। দায়বদ্ধতা: অধিষ্ঠিত ব্যক্তি, সরকারী সংস্থা এবং আইনের শাসনের নীতি অনুসারে তাদের কর্ম এবং সিদ্ধান্তের জন্য দায়ী অ-রাষ্ট্রীয় অংশগ্রহনকারী।

১০। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং পরিবেশগত ধারণক্ষমতা: সতর্কতামূলক পদক্ষেপ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা আবেদন মৎস্য সম্পদ এবং নেতিবাচক, পরিবেশ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব এর দশক সহ অবাঞ্ছিত ফলাফল, সতর্ক।

১১। হোলিস্টিক এবং সমন্বিত পন্থা:
ক্ষেত্রবিশেষে সমন্বয় ব্যাপকতা এবং বাস্তুতন্ত্র হিসেবে ক্ষুদ্রায়তন জেলে সম্প্রদায়ের জীবিকা সব অংশে ধারণক্ষমতা ধারণার আলিঙ্গন, একটি গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশক নীতি হিসাবে মৎস্য (EAF) থেকে বাস্তু পদ্ধতির স্বীকৃতি, এবং নিশ্চিত যেমন ক্ষুদ্র মৎস্য ঘনিষ্ঠভাবে লিঙ্ক এবং অন্যান্য অনেক খাতে উপর নির্ভরশীল।

১২. সামাজিক দায়িত্ব: কমিউনিটি সংহতি এবং সমষ্টিগত এবং কর্পোরেট দায়িত্ব এবং অংশীদারদের মধ্যে সহযোগিতা দেওয়া উচিত নয় প্রচার করে এমন একটি পরিবেশ গড়ে তুলে ধরার।

১৩. সম্ভাব্যতা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক টেকসইতা: নীতি, কৌশল, পরিকল্পনা এবং ক্ষুদ্র মৎস্য শাসন এবং উন্নয়ন উন্নত করার জন্য কর্ম সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে শব্দ এবং মূলদ যে নিশ্চিত. তারা পরিবর্তন পরিস্থিতিতে বাস্তবায়নযোগ্য এবং অভিযোজ্য বিদ্যমান অবস্থার দ্বারা অবহিত করা উচিত, এবং সম্প্রদায় স্থিতিস্থাপকতা সমর্থন করা উচিত।

৪। আন্তর্জাতিক সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্ক

৪.১ এই নির্দেশিকা ব্যাখ্যা এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন অধীনে এবং প্রযোজ্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক যন্ত্র অধীনে স্বেচ্ছাসেবী অঙ্গীকার কারণে সংক্রান্ত অধিকার ও দায়িত্ব বিদ্যমান সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগ করতে হবে. তারা পরিপূরক এবং মানবাধিকার, দায়ী মৎস্য ও টেকসই উন্নয়ন মোকাবেলার যে, জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক উদ্যোগ সমর্থন. নির্দেশিকা কোড পরিপূরক উন্নত এবং এই যন্ত্র অনুযায়ী দায়ী মৎস্য ও টেকসই রিসোর্স ব্যবহার সমর্থন করা হয়েছে এই নির্দেশাবলী মধ্যে

৪.২ কিছু সীমিত অথবা একটি রাজ্য আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বিষয় হতে পারে, যা কোন অধিকার বা বাধ্যবাধকতা নষ্ট হিসাবে পড়তে হবে. এই নির্দেশিকা সংশোধন কৌশল এবং নতুন বা সম্পূরক আইন ও নিয়ন্ত্রক বিধান অনুপ্রাণিত করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

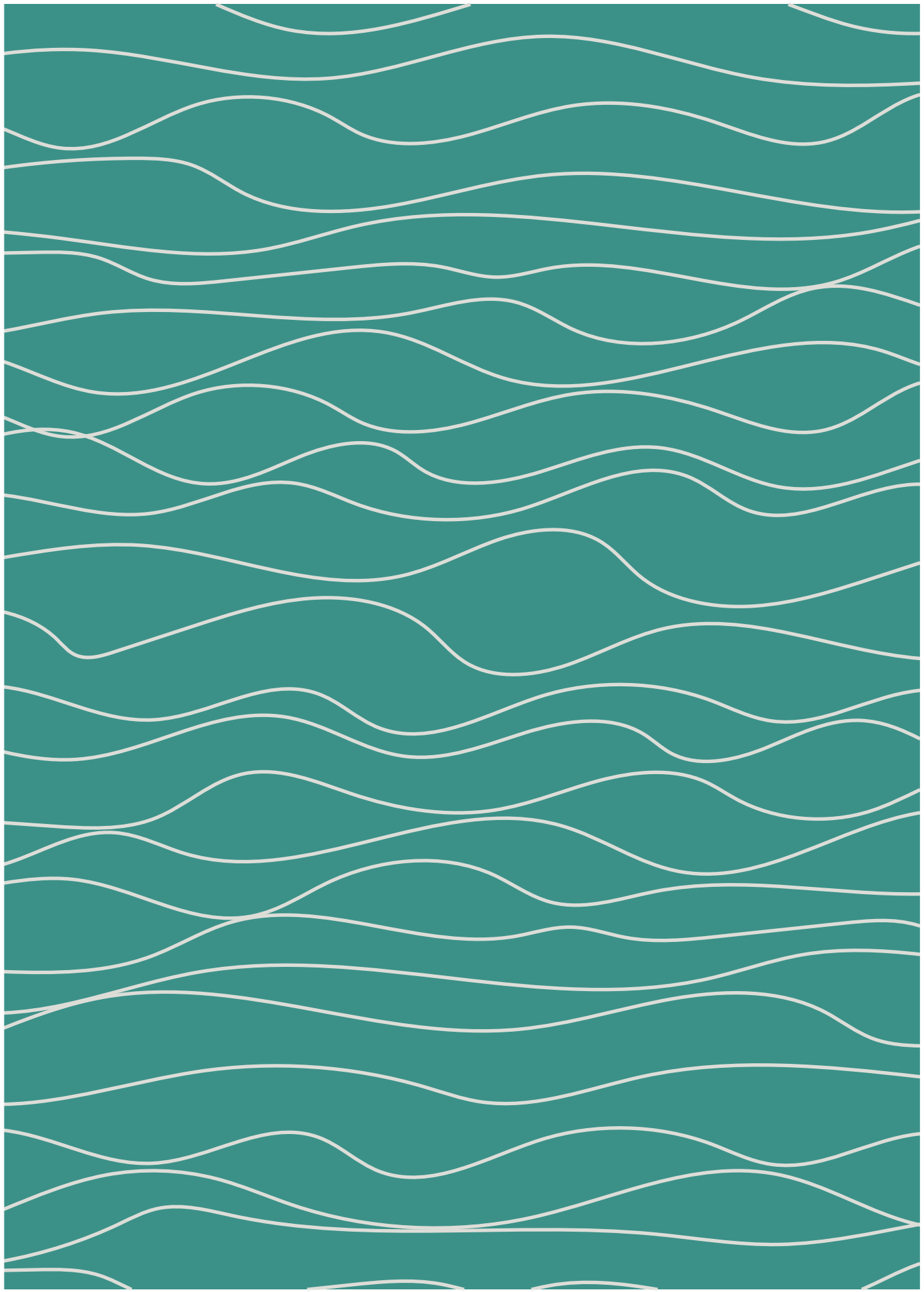

অংশ ২:
দায়িত্বশীল মৎস্যচাষ ও দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়ন

৫। ক্ষুদ্রায়তন মৎসচাষের মেয়াদ নিয়ন্ত্রন ও ব্যবহারযোগ্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা

৫.১ এই নির্দেশিকা বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের উন্নয়নের এবং পরিবেশগত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে জলজ জীব বৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদের দায়ীত্বশীল এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে। ক্ষুদ্রায়তন জেলে সম্প্রদায় তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মঙ্গল, তাদের জীবিকা এবং তাদের দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপরে সুনিশ্চিত মেয়াদভিত্তিক অধিকারের নিরাপত্তার প্রয়োজন আছে। এই নির্দেশিকা, মৎস্য সম্পদ ও বাস্তুতন্ত্রের দায়ীত্বশীল পরিচালনের মাধ্যমে উৎপাদিত লাভ যাতে ক্ষুদ্রায়তন মাছচাষী এবং মাছ শ্রমিক, মহিলাদের এবং পুরুষদের উভয়ের মধ্যেই সুষমভাবে বন্টন হয় তার ব্যবস্থাপনা সমর্থন করে।

৫.ক দায়ীত্বশীল মেয়াদ নিয়ন্ত্রণ

৫.২ সমস্ত ভাগীদারদের বুঝতে হবে যে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষের জন্য প্রযোজ্য জমি, মৎস্য ও বন সম্পদের মেয়াদভিত্তিক অধিকারের দায়িত্বশীল পরিচালনের মাধ্যমেই মানবাধিকার বিকাশ, খাদ্য নিরাপত্তা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, স্থায়ী জীবিকা, সামাজিক স্থিতিশীলতা, আবাসনের নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক প্রগতি ও গ্রামীণ তথা সামাজিক উন্নয়ন সম্ভব।

৫.৩ প্রত্যেক দেশের, তাদের আইনের মাধ্যমে, নিশ্চিত করা উচিত যে যে ক্ষুদ্রায়তন মাছচাষি, মাছ শ্রমিক এবং তাদের সম্প্রদায় মৎস্য সম্পদ (সামুদ্রিক এবং অন্তর্দেশীয়), ক্ষুদ্রায়তন মৎসচাষিদের মাছ ধরার এলাকা এবং সংলগ্ন অঞ্চলে নিরাপদ, ন্যায়সঙ্গত, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে উপযুক্ত মেয়াদ অধিকার আছে। বিশেষ করে নারীদের মেয়াদ অধিকার দেওয়ার দিকে মনোযোগ দিতে হবে।

৫.৪ প্রত্যেক দেশের, তাদের আইননুযায়ী, এবং অন্যান্য সকল ব্যাক্তি বা সংস্থাকে ক্ষুদ্রায়তন মৎসচাষিদের জলজ সম্পদ, বা জমির উপরে সব প্রকার বৈধ মেয়াদ অধিকার, উপযুক্ত ক্ষেত্রে গতানুগতিক অধিকার, যা তারা পুরুষানুক্রমে ভোগ করছে, তা স্বীকার করে নিতে হবে। প্রয়োজন অনুসারে, বিভিন্ন ধরনের বৈধ মেয়াদ অধিকার রক্ষা করার জন্য, এই মর্মে আইন প্রনয়ন করা উচিত। প্রত্যেক দেশের উচিত বৈধ মেয়াদ অধিকারী ব্যক্তিদের খুঁজে বের করা ও নথীভুক্ত করা এবং তাদের অধিকারের যথাযথ সম্মান জানানো।.
আদিবাসীদের এবং জাতিগত সংখ্যালঘু ক্ষুদ্রায়তন মাছ ধরার সম্প্রদায় দ্বারা স্থানীয় নিয়ম ও রীতি, তথা মৎস্য সম্পদ এবং জমির উপরে চিরপ্রচলিত অধিকার বা অগ্রাধিকারকে স্বীকৃতি জানাতে হবে, এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপায় তাদের অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে।

২। মেয়াদভিত্তিক অধিকার" কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা (মেয়াদ নির্দেশাবলী) প্রেক্ষাপটে মেয়াদভিত্তিক ভূমি ভোগদখল, মৎস ও বনসম্পদের দায়ীত্বশীল পরিচালন জন্য স্বেচ্ছা নির্দেশিকা অনুসারে।

জাতিসংঘের আদিবাসী ব্যাক্তিদের অধিকার বিশয়ক ঘোষণা এবং জাতিগত বা গোষ্ঠীগত, ধর্মীয় ও ভাষিক সংখ্যালঘু মানুষের অধিকার বিশয়ক ঘোষণাকে উপযুক্ত বিবেচনা করা উচিত। সাংবিধানিক বা আইনি সংস্কার যেক্ষেত্রে নারী অধিকার জোরদার করে এবং চিরাচলিত প্রথার সাথে সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়, সেক্ষেত্রে সকল পক্ষের উচিত চিরাচলিত মেয়াদ অধিকারের প্রথার সাথে এই ধরনের পরিবর্তন সংযোজনে সহযোগিতা করা।

৫.৫ প্রত্যেক দেশের উচিত স্থানীয় জলজ ও উপকূলীয় পরিবেশ পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা, সংরক্ষণ, সুরক্ষা এবং সহ-পরিচালনা করতে ক্ষুদ্রায়তন মাছ ধরার সম্প্রদায় এবং আদিবাসীদের ভূমিকা স্বীকার করা ।

৫.৬ রাষ্ট্র যখন জল সম্পদ (মৎস্য সম্পদ সহ) এবং ভূমি সম্পদের মালিক বা নিয়ন্ত্রক, তখন তাদের উচিত প্রসঙ্গ অনুযায়ী, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত উদ্দেশ্য বিবেচনা করে এই সম্পদের ব্যবহার এবং মেয়াদ অধিকার নির্ধারণ করা। রাষ্ট্রের উচিত সর্বজনীন মালিকানাধীন সম্পদকে যেগুলি বিশেষ করে সম্মিলিতভাবে ক্ষুদ্রায়তন মাছ ধরার সম্প্রদায় দ্বারা , ব্যবহার ও পরিচালিত হয়, সেগুলিকে চিহ্নিত করা ও রক্ষা করা।

৫.৭ 'রিও আচরণবিধি'র অনুচ্ছেদ ৬.১৮ অনুসারে প্রত্যেক দেশের উচিত দেশের সীমার অধীন জলের মাছে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষীদের অগ্রাধিকার দেওয়া, এবং তার মাধ্যমে বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে, বিশেষ করে বিপন্ন গোষ্ঠীদের মধ্যে সমানুপাতিক লাভ বন্টনের ব্যবস্থা করা। যেখানে প্রয়োজন সেখানে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া এবং ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষী দের জন্য একচেটিয়া অঞ্চল স্থাপনের সম্ভাবনা বিবেচনা করা উচিত। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারে জন্য অন্য দেশ এবং তৃতীয় পক্ষের সাথে চুক্তি করার আগে ক্ষুদ্রায়তন মৎসচাষি সুযোগ দেওয়া উচিত।

৫.৮ প্রত্যেক দেশের উছিত জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা প্রেক্ষাপটে ভূমি, মৎস্য ও বনসম্পদের মেয়াদ-ভিত্তিক দায়িত্বশীল পরিচালনের জন্য স্বেচ্ছা নির্দেশিকার বিধান গ্রহণ করে মৎস্য সম্পদের উপরে ক্ষুদ্রায়তন মাছ ধরার সম্প্রদায়ের ন্যায়সঙ্গত অধিকার তথা উপযুক্ত, পুনঃবন্টন সংস্কার এর জন্য সহজতর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫.৯ প্রত্যেক দেশের উছিত যে ক্ষুদ্রায়তন মাছ ধরার সম্প্রদায়ের যাতে ইচ্ছামত উচ্ছেদ করা হয় না এবং তাদের বৈধ মেয়াদ অধিকার যেন লঙ্ঘন, বা নির্বাপন না হয় তা নিশ্চিত করা। রাষ্ট্রের স্বীকার করা উচিত যে ক্ষুদ্রায়তন মাছ ধরার সম্প্রদায়ের নিজেদের এলাকার মধ্যে অন্যান্য চাষি দের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক্রমশঃ বাড়ছে, মুলতঃ বিপন্ন এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীরা, প্রায়ই এই দ্বন্দ্বে দুর্বল পক্ষ এবং তাদের জীবিকাপালনের জন্য বিশেষ সমর্থন প্রয়োজন হতে পারে যদি উন্নয়ন এবং অন্যান্য খাতে কার্যক্রম দ্বারা তাদের জীবিকা বিপন্ন হয়।

৫.১০ দেশ ও অন্যান ব্যক্তি বা সংস্থাদের উচিত, যেকোন বড় মাপের উন্নয়ন প্রকল্প, যার প্রভাব ক্ষুদ্রায়তন মাছ ধরার সম্প্রদায়ের উপরে পড়তে পারে, সেটির বাস্তবায়ন পূর্বে, গবেষনার মাধ্যমে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত প্রভাব বিবেচনা, এবং ওই

সম্প্রদায়ের সঙ্গে কার্যকর এবং অর্থপূর্ণ আলোচনার আয়জন করা জাতীয় আইন অনুসারে।

৫.১১ দেশের উচিত ক্ষুদ্রায়তন জেলে সম্প্রদায় এবং ব্যক্তিদের বিশেষ করে বিপন্ন এবং প্রান্তিক মানুষদের, জাতীয় আইন অনুযায়ী মেয়াদ অধিকার উপর বিরোধ মীমাংসা জন্য, সময়মত, কমমূল্যের এবং কার্যকর উপায়, নিরপেক্ষ ও যোগ্য বিচার বিভাগীয় ও প্রশাসনিক সংস্থা মাধ্যমে সাহায্য প্রদান করা উচিত এবং বিরোধ মেটাবার বিকল্প ব্যবস্থা, আপীল অধিকারের ইত্যাদি তাতে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে যা কার্যকর প্রতিকার, প্রদান করে। এই ধরনের প্রতিকার অবিলম্বে জাতীয় আইনের অন্তরগত করতে হবে এবং প্রত্যর্পন, ক্ষতিপূরণ রুপে অর্থ, শুধু ক্ষতিপূরণ ও ক্ষতিপূরণ রুপে মেরামতি এর অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

৫.১২ প্রত্যেক দেশের উচিত ঐতিহ্যগত মাছ ধরার এলাকা ও উপকূলীয় জমিতে যেখান থেকে ছোটমাপের মাছ ধরার সম্প্রদায়েরা প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং / অথবা সশস্ত্র সংঘাত দ্বারা বাস্তুচ্যুত হয়েছে সেই অঞ্চলের মৎস্য সম্পদ ব্যবহারযোগ্যতা বিচার করে .সেখানে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করা । দেশের উচিত, মানবাধিকার লঙ্ঘনের দ্বারা প্রভাবিত মাছ ধরার সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকা পুনর্নির্মাণের জন্য ব্যবস্তা করা। এই ধরনের ব্যবস্থার মধ্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং / অথবা সশস্ত্র সংঘাতের দ্বারা প্রভাবিত নারীদের মেয়াদ অধিকারে বিরুদ্ধে সব প্রকার বৈষম্যের বর্জন করা উচিত.।

৫.খ দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারযোগ্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা

৫.১৩ দেশ ও মৎস্য ব্যবস্থাপনায় জড়িত দেশের নাগরিকদের উচিত মৎস্য সম্পদের দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং খাদ্য উৎপাদনের জন্য পরিবেশগত ভিত্তি নিরাপদ করা।
তাদের উচিত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইন এবং স্বেচ্ছা অঙ্গীকার, যথা 'রিও আচরনবিধি' সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ উপযুক্ত পরিচালন পদ্ধতির বাস্তবায়ন করা এবং প্রচার করা যা ক্ষুদ্রায়তন মৎসচাষিদের প্রয়োজন ও যোগদানের স্বীকৃতি দেয়।

৫.১৪ সমস্ত পক্ষের স্বীকার করা উচিত যে অধিকার ও দায়িত্ব একসঙ্গে আসে; মেয়াদ অধিকার সাথে ভারসাম্য রাখে কর্তব্য, দীর্ঘমেয়াদী সংরক্ষণ এবং সম্পদের পরিমিত ব্যবহার এবং খাদ্য উৎপাদনের জন্য পরিবেশগত ভিত্তি রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারা। ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য চাষীদের উচিত এমন মাছ ধরার পদ্ধতি ব্যবহার করা যাতে জলজ পরিবেশের ও অনুসঙ্গিক প্রজাতিদের ক্ষতির মাত্রা কমানো যায় এবং জল সম্পদ ধারণক্ষমতা বজায় থাকে।

৫.১৫ দেশের উচিত, ক্ষুদ্রায়তন জেলে সম্প্রদায়দের প্রথাগতভাবে ব্যবহৃত বৈধ মেয়াদ অধিকার ও ব্যবস্থা, সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কথা বিবেচনা করে তাদের জীবিকা অর্জনে সহায়তা, হাতেকলমে শিক্ষাপ্রদান, অংশগ্রহন ও দায়িত্বপালনে সাহায্য করা। সেই অনুযায়ী দেশের উচিত ক্ষুদ্রায়তন জেলে সম্প্রদায়ের - বিশেষ করে নারী, বিপন্ন ও প্রান্তিক গোষ্ঠীদের - সহযোগিতায়, তাদের জীবিকায় প্রভাব বিস্তার করে এমন অঞ্চলের যথাযথ পরিচালন ব্যবস্থার পরিকল্পনা, ও বাস্তবায়ন করা। অংশগ্রহণমূলক পরিচালন

ব্যবস্থাকে (যেমন সহ-পরিচালন), জাতীয় আইন অনুযায়ী বিকাশ করা উচিত।

৫.১৬. রাষ্ট্রের উচিত ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষের জন্য প্রযোজ্য পর্যবেক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ এবং নজরদারি (এমসিএস) ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাস্থাপন করা বা উপযুক্ত বিদ্যমান ব্যবস্থার অগ্রগতি ঘটানো। তাদের উচিত ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য চাষিদের সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত করা এবং অংশগ্রহণমূলক পরিচালন ব্যবস্থার প্রচার করা। রাষ্ট্রের উচিত, সব ধরনের অবৈধ এবং / অথবা ধ্বংসাত্মক মাছ ধরার পদ্ধতির - যা সামুদ্রিক এবং অন্তর্দেশীয় বাস্তুতন্ত্র উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে - উপরে কার্যকর পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা ও সেগুলিকে প্রতিরোধ ও নির্মুল করতে এবং প্রভাবশীল প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনা করা। রাষ্ট্রের উচিত মাছ ধরার কার্যকলাপের নিবন্ধনের উন্নতি করার চেষ্টা করা। ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য চাষিদের উচিত এমসিএস সিস্টেমকে সমর্থন করা এবং কার্যকলাপ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য রাষ্ট্রের মৎস্য কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা।

৫.১৭ রাষ্ট্রের উচিত, অংশগ্রহণমূলক এবং আইনত সমর্থিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সহ-পরিচালনা পদ্ধতির পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তি বা গোষ্ঠীবর্গের ভূমিকা ও দায়িত্ব ব্যাখ্যা করা এবং সহমত গঠনে সাহায্য করা। সংশ্লিষ্ট সকল ব্যাক্তি বা গোষ্ঠীবর্গ তাদের অনুমোদিত ভুমিকা পালনের জন্য দায়বদ্ধ। ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষিদের স্থানীয় এবং জাতীয় পেশাদার সমিতি ও মৎস্য সংস্থা প্রতিনিধিত্ব এবং প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মৎস্য নীতি প্রনয়ন ব্যবস্থায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহন নিশ্চিত করার জন্য পরিপুর্ণ চেষ্টা করা উচিত।

৫.১৮ রাষ্ট্র এবং ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষিদের উচিত সহ-ব্যবস্থাপনা এবং দায়ীত্বশীল মৎস্যচাষের প্রচারের প্রেক্ষাপটে, প্রাক ফসল, ফসল বা ফসল-উত্তর কর্মকান্ডে জড়িত উভয় পুরুষ ও মহিলাদের ভূমিকা, বিশেষ করে তাদের জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি, চাহিদা ও অবদান সমর্থন করা। নারীদের সমান অংশগ্রহনে দিকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ রাখতে হবে এবং এই উপলক্ষে বিশেষ ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যাক্তিদের ভুমিকা গ্রহন করা উচিত।

৫.১৯ একাধিক দেশের সীমাভুক্ত জল ও মৎস্য সম্পদের ক্ষেত্রে মেয়াদভিত্তিক অধিকারের ভাগীদারি নিশ্চিত করার জন্য সংশ্লীষ্ট দেশগুলিকে পারস্পরিক সহযোগিতা করতে হবে।

৫.২০ রাষ্ট্রের উচিত এরকম নিতি বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এড়িয়ে চলা যেগুলি প্রাকৃতিক সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার তথা ক্ষুদ্রায়তন মৎচাষের উপরে বিরূপ প্রভাব ফেলে।

৬। সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান এবং উপযুক্ত কাজ

৬.১ সমস্ত দলগুলোর সমন্বিত, বাস্তু এবং একাউন্টে জীবিকা জটিলতা নিয়ে যে ক্ষুদ্র মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন হোলিস্টিক পন্থা বিবেচনা করা উচিত. সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণে মনোযোগ ক্ষুদ্রায়তন জেলে সম্প্রদায়ের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয় এবং তাদের মানবাধিকার ভোগ করতে পারেন তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন হতে পারে.

৬.২ রাজ্য যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সাক্ষরতা, ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি ও মৎস্য সম্পদ মূল্য হিসেবে সচেতনতা যোগ উৎপন্ন যে একটি প্রযুক্তিগত প্রকৃতির অন্যান্য দক্ষতা হিসেবে মানব সম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ উন্নীত করা উচিত. রাজ্য ক্ষুদ্রায়তন জেলে সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য পর্যাপ্ত আবাসন, নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যকর মৌলিক শৌচাগার, নিরাপদ পানীয় জল সহ জাতীয় ও উপজাতিক কর্ম সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহন করবে, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় পরিষেবা যাতে পেতে পারে তা নিশ্চিত করবে। নারী ,প্রান্তিক দল ও আদিবাসী সম্প্রদায় ভূক্ত জনগনের জন্য - অ বৈষম্য মূলক সেবা প্রদান এবং এবং অন্যান্য মানবাধিকার সংক্রান্ত কার্য্যক্রম - এবং ন্যায়সঙ্গত সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৬.৩ রাজ্য ক্ষুদ্র মৎস্য শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষার উন্নতি করবে.,তারা ক্ষুদ্র মৎস্য শ্রমিকদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ি নিরাপত্তা প্রকল্প গ্রহন করবে।

৬.৪ রাজ্য ক্ষুদ্র মৎস্য শ্রমিকদের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প যেমন সঞ্চয়, ঋণ ও বীমার ব্যবস্থা করবে বিশেষ করে মহিলারা ও যাতে সেই সুযোগ পান তার উপর দৃষ্টি দেবেন।

৬.৫ ক্ষুদ্র মৎস্য শ্রমিকরা,তা পুরুষ বা মহিলা যেই হোন না কেন , মাছ ধরা র সময়ে বা তার পরে যে সমস্ত অর্থনৈতিক ও পেশাদারকাজ কর্ম করেন তা সে জলে থাকাকালীন বা পারে উঠার পর রাজ্য সব কার্যক্রম কেই স্বীকৃতি দেবে । এই মৎস্য শ্রমিকরা, যে সমস্ত কার্যক্রম করেন তা অংশিক সময়ের জন্য ও অনিয়মিত এবং জীবিকা নির্ভর হিসাবে বিবেচনা করতে হবে। পেশাদার এবং সাংগঠনিক উন্নয়ন এর সুযোগ তৈরী করতে হবে বিশেষ করে ক্ষুদ্র মৎস্য শ্রমিক এবং মহিলা দলের জন্য যারা (পোস্ট হারভেস্ট) মৎস্য সংরক্ষন কাজের সঙ্গে যুক্ত

৬.৬ রাজ্য সব ক্ষুদ্র মৎস্য শ্রমিকদের জন্য উপযুক্ত রীতিগত বা রীতি বহিরভুত কাজের ব্যবস্থা করবে । রাজ্য রীতিগত বা রীতি বহিরভুত উভয় খাতে এমন মৎস্য কার্যক্রম গ্রহন যা জাতীয় আইন অনুযায়ী ক্ষুদ্র মৎস্য শ্রমিকদের জন্য দীর্ঘ্যস্থায়ী হয়।

৬.৭ সব ক্ষুদ্র মৎস্য শ্রমিকদের জীবনযাত্রার পর্যাপ্ত মান উন্নয়ণ এবং তাদের অধিকার আদায় করার জন্য রাজ্যের প্রগতিশীল পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত,এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার মান অনুযায়ী কাজ করতে সুযোগ করে দেওয়া উচিত। রাজ্য ক্ষুদ্র মৎস্য শ্রমিক সম্প্রদায়ের জন্য, যারা সামুদ্রিক, স্বাদু জল ও ভূমি এলাকার ব্যবহার করেন তাদের জন্য টেকসই উন্নয়নের একটি সক্রিয় পরিবেশ তৈরি করবে।রাজ্য ক্ষুদ্রায়তন জেলে সম্প্রদায় বৈষম্যহীন ও সঠিক অর্থনৈতিক নীতি অন্বেষণ করবে ।ক্ষূদ্র উদ্যোগের মৎস্যজীবী ও অন্যান্য খাদ্য উৎপাদনকারী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ করে নারীরা যাতে তাঁদের শ্রম পুজি এবং পরিচালনার যথাযত মূল্য পান তার সুযোগ করে দিতে হবে, এবং ও প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার এর ব্যবস্থাপনায় উৎসাহিত করবে। একটি ন্যায্য উপার্জন নীতি রাষ্ট্র নির্ধারিত করবে।

৬.৮ রাষ্ট্রের উচিত ক্ষুদ্রায়তন জেলে সম্প্রদায়ের জন্য এবং অন্যান্য অংশগ্রহন কারীদের জন্য মৎস্য সংক্রান্ত

কার্যক্রম থেকে আয় ছাড়াও পরিপূরক এবং বিকল্প আয় এর সুযোগ এর বিকাশ করা , যা তাদের প্রয়োজন মেটাবে এবং টেকসই ভাবে সম্পদ ব্যবহার এর কাজে লাগবে। জীবিকার সুযোগে বৈচিত্রতা আনবে এবং বহূমুখী করবে। স্থানীয় অর্থনীতির ও বৃহত্তর অর্থনীতিতে মৎস্য চাষ এর ভূমিকাকে স্বীকৃতী এবং সেখান থেকে সুফল তোলা উচিৎ।ক্ষুদ্রায়তন জেলে সম্প্রদায়ের ন্যায় সম্প্রদায়-ভিত্তিক পর্যটন ও ক্ষুদ্র জলজ পালন নিযুক্ত কর্মী দের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে উপকৃত হতে হবে।

৬.৯ ক্ষুদ্রায়তন জেলে সম্প্রদায়ের নারী ও পুরুষদের সমস্ত দলগুলোর জন্য অপরাধ, হিংসা, সংগঠিত অপরাধ কার্যক্রম, জলদস্যুতা, চুরি, যৌন নির্যাতন, দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি থেকে এমন একটি মুক্ত পরিবেশ তৈরি করা উচিত যাতে তারা মৎস্য সংক্রান্ত কার্যক্রম নির্বিঘ্নে চালাতে পারে। কর্তৃপক্ষ. সমস্ত দলগুলোর মধ্যে হিংসা নির্মূল করতে হবে এবং নারীদের রক্ষা করার লক্ষ্যে যথাযত ব্যবস্থা প্রবর্তন করার জন্য পদক্ষেপ নিতে হবে। ক্ষুদ্রায়তন জেলে সম্প্রদায়ের মধ্যে সহিংসতা. অযথা বলপ্রায়োগ তা সে পরিবারের মধ্যে বা সম্প্রদায়ের মধ্যে যেখানেই হক না কেন, রাষ্ট্র কে সেই সামাস্ত নির্যাতনের শিকার লোক দের জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা উচিত।

৬.১০ রাষ্ট্রের ও ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষ সম্পর্কিত কার্যনির্বাহী গনের এমনকি পরম্পরা ও নিয়মতান্ত্রিক পরিচালকবর্গের অভিবাসী মৎস্যচাষী ও তৎ-সংস্লিষ্ট কর্মীদের ভূমিকাকে অনুধাবন করা , স্বীকার করা, এবং সম্মান জানান উচিৎ । দেশান্তর, ক্ষুদ্রমৎস্যচাষের জীবিকায় একটি সাধারন প্রক্রিয়া। রাজ্য ও ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষ সম্পর্কিত কার্যনির্বাহী গনের উচিৎ এতে সাহায্য করা এবং এমন একটি ব্যাবস্থাপনা তৈরী করা, যাতে জাতিয় আইনের সাথে সংগতি পূর্ণ পরিচালনাধীন আঞ্চলিক গোষ্ঠী গুলির মৎস্যচাষের উন্নয়ন কে মান্যতা দিয়ে মৎস্যচাষের উৎসগুলির দীর্ঘস্থায়ী ব্যাবহারে যুক্ত অভিবাসীরা নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ও যথেষ্ঠ পরিমানে আরও বেশী ঐক্যবদ্ধ হতে পারে, তাতে উৎসাহীত করা। রাষ্ট্রগুলির উচিৎ ক্ষুদ্র মৎস্যচাষে যুক্ত মৎস্য ব্যাবসায়ী ও মৎস্য চাষীদের সীমানা অতিক্রম করার ক্ষেত্রে সংস্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির মধ্যেকার বোঝাপরার গুরুত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া। ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষীদর সংগঠনগুলি ও প্রতিষ্ঠানগুলির সাথে আলোচনা করেই নীতি ও পরিচালন ব্যাবস্থা নির্ধারন করা উচিৎ।

৬.১১ রাষ্ট্রের উচিৎ মৎস্য চাষীদের সীমানা বরাবর কার্যকলাপ এর মুল কারনগুলি ও তার থেকে উদ্ভুদ পরিস্থিতি কে স্বীকার করা ও ব্যাক্ত করা এবং সীমানা সংক্রান্ত বিষয়গুলি যা দীর্ঘস্থায়ী ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে তাকে বুঝতে সাহায্য করা।

৬.১২ রাষ্ট্রের উচিৎ, সমস্ত ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষে যুক্ত ব্যাক্তিদের জীবিকা সংক্রান্ত শারীরিক সমস্যাগুলি এবং কাজের অমানবিকপরিবেশ গুলিকে নির্দিষ্ট করা, আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের মানদন্ড ও আন্তর্জাতিক বিধি অনুযায়ী রচিত আইন ও তার প্রয়োগ দ্বারা সংরক্ষিত কিনা, তা আন্তর্জাতিক চুক্তির একটি পক্ষ হিসাবে রাষ্ট্রের সুনিশ্চিত করা। এই চুক্তির অন্যান্য পক্ষগুলি হল অর্থনৈতিক,সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক

সম্মেলন(ICESCR) এবং আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন (ILO)। পেশা সংশ্লিষ্ঠ স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা হল মৎস্যচাষের পরিচালনা ও উন্নয়ন প্রচেষ্টার অবিচ্ছেদ্দ অঙ্গ।

৬.১৩ রাষ্ট্রর উচিৎ, বাধ্যতামূলক শ্রমদান এবং মহিলা ও শিশু সহ সকলের ক্ষেত্রে দাদন প্রথা উচ্ছেদ করা এবং মৎস্যচাষ ও চাষীদের এমনকি দেশান্তরী মৎস্যকর্মীদের জন্যও বাধ্যতামূলক শ্রমদান সম্পুর্ণ উচ্ছেদ করতে উপযুক্ত ব্যাবস্থা গ্রহন করা। এটা ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষের ক্ষেত্রও সমভাবে প্রজোয্য।

৬.১৪ রাষ্ট্র গুলির, ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষে যুক্ত সকল জন গোষ্ঠীর সন্তানদের বিদ্যালয় সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহন ও শিক্ষা গ্রহনের সুযোগ করে দিতে হবে এবং যুবক-যুবতী সহ সকলকে সম ভাবে তাদের চাহিদা অনুসারে সন্তোষ জনক পছন্দের জীবিকার ব্যাবস্থা করতে হবে।

৬.১৫ ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষে যুক্ত সকলকে তাদের সন্তানদের কল্যান ও শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে হবে,তাদের সন্তানদের এমনকি নিজেদের বৃহত্তর গোষ্ঠীর ভবিষ্যতের কথা ভেবে। ছেলেমেয়েদের ,সকল অপব্যাবহার থেকে মুক্ত হয়ে , শিশুর-অধিকার সংক্রান্ত সম্মেলনে ঘোষিত-অধিকার বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্কুল মুখী হওয়া দরকার।

৬.১৬ সমুদ্রবক্ষে (আভ্যন্তরীন এবং সামুদ্রিক মৎস্যচাষে) নিরাপত্তা বিষয়ক জটিলতা ও ত্রুটিযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার পিছনে বহুবিধ কারনগুলিকে সবপক্ষের তরফে চিন্হিত করতে হবে।এই ব্যাপারটি সমস্ত রকম মৎস্যচাষের কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত। রাষ্ট্রর তরফে FAO, ILO এবং আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সংগঠনের (IMO) ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষের সামুদ্রিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক ঘোষনা ও আইন অনুযায়ী উপযুক্ত জাতীয় আইন প্রনয়ন করে ও প্রয়োগ এর মধ্য দিয়ে তাকে উন্নত করতে হবে।

৬.১৭ ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে (আভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক) পেশাজনিত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সমেত উন্নততর সামুদ্রিক নিরাপত্তার প্রশ্নটিকে সবচেয়ে ভাল ভাবে সমাধান করা যাবে, কেবলমাত্র সুসংহত ও সমন্বিত জাতীয় কার্যনীতির গঠন ও রূপায়ন এবং মৎস্যজীবীদের সক্রিয় অংশগ্রহন ও যথোচিত আঞ্চলিক সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেই। সাথে সাথে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষে যুক্ত সকলের নিরাপত্তার বিষয়টিকে মৎস্যচাষের সাধারন পরিচালনা পক্রিয়ার সঙ্গে সমন্বিত করা উচিৎ। রাষ্ট্রের উচিত, অন্যান্য বিষয়ের সাথে জাতীয় দুর্ঘটনার সংবাদ পরিবেশনের ব্যবস্থা রাখা, সামুদ্রিক নিরাপত্তা- সচেতনতা কর্মসূচীর ব্যবস্থা রাখা এবং ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষের নিরাপত্তার প্রয়োজনে যথাযত আইন প্রনয়নের উদ্যোগ নেওয়া। বর্তমান আইনগুলি বেশি বেশি করে মেনে চলা, তথ্য সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ, সচেতনতা এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধার এর কাজে বর্তমান প্রতিষ্ঠান ও সম্প্রদায় ভিত্তিক কাঠামোগুলির ভূমিকাকে চিন্হিত করতে হবে।সমুদ্রের ভিতর লঘু উদ্যোগের জলযানগুলি উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় সংবাদ পাওয়ার সুযোগ এবং জরুরি ভিত্তিতেঅবস্থান নির্নয় পদ্ধতি ব্যবহারের সুযোগগুলিকে বাড়ানোর ব্যাপারে রাষ্ট্রকে সচেষ্ট হতে হবে।

৬.১৮ ভূমি, মৎস্যচাষ ও বনাঞ্চলের পত্তনীর

দায়িত্বশীল সুনিয়ন্ত্রনের স্বেচ্ছাধীন নির্দেশাবলী মেনে, ২৫নং ধারা সমেত জাতীয় খাদ্যনিরাপত্তা নীতির প্রেক্ষিতে,সকল পক্ষের উচিত ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষের প্রতি দায়বদ্ধ সংশ্লিষ্ট সকলের মানবাধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করা এমনকি সশস্ত্র সংঘর্ষের সময়েও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন মেনে –যাতে তারা প্রথাগত জীবিকা নির্বাহের সুযোগ পান ও তাদের পুরান পরিচিত মৎস্য শিকারের ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারেন এবং তাদের সংস্কৃতি ও জীবনধারা সংরক্ষিত হয় তা নিশ্চিত করা। তাদের উপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন বিষয়গুলিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় তাদের কার্যকরী অংশগ্রহনের সুযোগ করে দেওয়া।

৭. মূল্য শৃঙ্খল, মৎস্যচাষ ও শিকার পরবর্তী কাজ এবং বাণিজ্য

৭.১ ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষ ও শিকার পরবর্তী উপবিভাগে তার সংশ্লিষ্ট কর্মীরা মূল্য শৃঙ্খলের ক্ষেত্রে যে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে তা সমস্ত স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষকেই স্বীকার করতে হবে। কখনো কখনো যে মূল্য শৃঙ্খলে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের ভিতরকার পারদর্শিতার আন্তঃসম্পর্কে সমতার অভাব ঘটে এবং নিরাপত্তাহীন ও প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির বিশেষ সহায়তার প্রয়োজন হয় এ সত্যটিকে মান্যতা দিয়ে এমন পদক্ষেপ সুনিশ্চিত করতে হবে যাতে মরশুমোত্তর পর্বের সংশ্লিষ্ট কর্মীরা প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ভাগীদার হতে পারেন।

৭.২। মহিলারা শিকারোত্তর উপ-বিভাগে প্রায়শই যে ভূমিকা পালন করেন তা সকল পক্ষের তরফেই মান্যতা দেওয়া উচিত এবং মহিলাদের কাজের অংশগ্রহণের সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর ব্যাপারটিকে সমর্থন করা উচিত। মহিলারা যাতে শিকারোত্তর পর্বের উপবিভাগে তাদের জীবিকার ভাগ বজায় রাখতে ও বাড়াতে সমর্থ হন তার জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ সুবিধা ও পরিষেবার ব্যবস্থা রাষ্টকে নিশ্চিত করতে হবে।

৭.৩ ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষ শিকারোত্তর পর্ব উপবিভাগে যাতে রপ্তানি বা অভ্যন্তরীণ বাজারের জন্য উচ্চমানের গাছ বা মৎস্যচাষজাত দ্রব্য দায়িত্বশীল ও স্থায়িত্বশীল প্রক্রিয়ায় তৈরী করতে পারা যায় সেই ব্যাপারে সহায়ক উপযুক্ত পরিকাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও সামর্থ্য বিকাশের ক্ষেত্রে নিয়োগের জন্য রাষ্ট্রের সাহায্য, অনুদান এবং বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা উচিত।

৭.৪ রাষ্ট্র এবং উন্নয়নের সহযোগীদের পক্ষ থেকে মৎস্যজীবী ও মৎস্য শ্রমিকদের পরম্পরাগত সংগঠনকে মান্যতাদান এবং উপযুক্ত সাংগঠনিক বিকাশ এবং মূল্য শৃঙ্খলের সকল স্তরের দক্ষতা বিকাশের জাতীয় আইন অনুযায়ী তাঁদের আয় বৃদ্ধি ও

৩। এই, প্রসঙ্গত অন্তর্ভুক্ত, জেলেদের এবং মাছ ধরার জাহাজ/ নৌকা্র জন্য নিরাপত্তা 1968 কোড (সংশোধিত থেকে), 1980। এফ এ / আইএলও / আইএমও স্বেচ্ছা নির্দেশিকা নকশা, নির্মাণ এবং ছোট মাছ ধরার জাহাজ/ নৌকা্র সরঞ্জাম, এবং দৈর্ঘ্য কম 12 মিটার এর Decked মাছ ধরার জাহাজ ও Undecked মাছ ধরার নৌকা্র জন্য 2010 নিরাপত্তা সুপারিশ।তথ্য সংগ্রহ, প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা, এবং অনুসন্ধান এবং রেসকিউ অপারেশন এই প্রক্রিয়ায় স্বীকৃত করা উচিত. রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র নৌকা্র জন্য সমুদ্র রেসকিউ জন্য জরুরী অবস্থান সিস্টেম তথ্য এবং অ্যাক্সেস উন্নীত করা উচিত।

৪। অনুচ্ছেদ 25 জমি, মৎস্য ও বন মেয়াদ সম্মান দ্বন্দ্ব এনটাইটেল করা হয়

জীবিকার নিরাপত্তা সুদৃঢ় করতে সাহায্য করা উচিত। তদনুসারে মৎস্যচাষ বিভাগের সমবায় সমিতি, পেশাগত সংগঠন ও অন্যান্য সাংগঠনিক কাঠামো, তার সঙ্গে বিপণনের উপযোগী প্রকরণ (যেমন নিলামে ব্যবস্থা) প্রয়োজনানুযায়ী নতুন করে গড়ে তোলা বা বর্তমান সংগঠনগুলিকে আরও শক্তিশালী গড়ে তোলার কাজে সাহায্য পাওয়া উচিত।

৭.৫ সকল তরফ থেকেই শিকারোত্তর পর্বের ক্ষতি ও অপচয় এড়িয়ে চলা উচিত এবং মূল্য সংযোজন, প্রচলিত পরম্পরাগত ও স্থানীয় কম খরচের প্রযুক্তির ওপর নির্ভর করে স্থানীয় স্তরের উদ্ভাবন এবং সংস্কৃতি বান্ধব প্রযুক্তির নির্মাণ করতে হবে। বাস্তুতন্ত্র নির্ভর পদ্ধতির পরিধির মধ্যে পরিবেশের স্থায়িত্বশীলতা-উপযোগী ব্যবহারিক প্রয়োগকে অগ্রাধিকার দিতে হবে যাতে ছোটো ব্যবসার ক্ষেত্রে মাছ নিয়ে ব্যবহার ও প্রক্রিয়াজাত করার কাজে নিবেশগুলির (যেমন জল, জ্বালানি কাঠ ইত্যাদির) অপচয়ের মত ব্যাপারগুলিকে নিবৃত করা যায়।

৭.৬ ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষ দ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যের যথাযথ বৈষম্যহীন বাণিজ্য বৃদ্ধি করতে আঞ্চলিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ সুবিধা রাষ্ট্রকে করে দিতে হবে। রাষ্ট্রগুলিকে একসাথে কাজ করে বাণিজ্য নীতি এবং পদ্ধতিগুলির প্রবর্তন শুরু করতে হবে যাতে বিশেষ করে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষ আঞ্চলিক বানিজ্যের ক্ষেত্রে সহায়তা পায়। এসব কাজে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)-র অধীনে চুক্তিকে হিসাবে রাখতে হবে আর WTO -র সদস্যদের অধিকার এবং বাধ্যবাধকতাগুলিকে যথোপোযুক্ত ক্ষেত্রে মান্যতা দিতে হবে।

৭.৭ মাছ এবং মৎস্যজাত দ্রব্যের আন্তর্জাতিক বানিজ্যে প্রতিক্রিয়া এবং উচ্চ মূল্যবানের ফলস্বরূপ স্থানীয় ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষ ও মৎস্যশ্রমিকদের এবং তাঁদের সম্প্রদায়গুলির ওপর যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় রাষ্ট্রের তরফে সেটিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে। আন্তর্জাতিক মৎস্যবাণিজ্য এবং রপ্তানির জন্য উৎপাদন, অন্যদিকে যাতে আবার যেসব লোকের খাদ্য তালিকায় মাছ থাকা একান্ত জরুরী বা যাদের ক্ষেত্রে মাছের সমতুল্য খাদ্য উৎস সহজ প্রাপ্য বা ক্ষমতাসাধ্য নয় তাঁদের সুস্থ এবং স্বাভাবিক জীবনের ওপর ক্ষতিকারক প্রভাব না ফেলে দেয় সে ব্যাপারটিকেও সুনিশ্চিত করতে হবে।

৭.৮ রাষ্ট্রের, ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষ-সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত লোক এবং অন্য সমস্ত মূল্য শৃঙ্খল সংশ্লিষ্ট লোকেদের তরফে মেনে নেওয়া উচিত যে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য থেকে পাওয়া মুনাফা ন্যায়সম্মতভাবে বাঁটোয়ারা করে নেওয়া উচিত। রাষ্ট্রের তরফে এটা সুনিশ্চিত করা উচিত যে কার্যকরী মৎস্যচাষ পরিচালক বর্গ যাতে তাঁদের অবস্থান থেকে বাজারজনিত অতিশোষণকে বাধা দিতে পারেন, যে অতিশোষনের দরুন মৎস্যচাষ সংশ্লিষ্ট সম্পদ উৎস, খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টির জগৎ বিপদগ্রস্থ হয়ে যেতে পারে। তদনুসারে, মৎস্যচাষ পরিচালন ব্যবস্থার অধীনে দায়িত্বশীল শিকারোত্তর পর্বের প্রথা, নীতি এবং কার্যক্রমে এমনভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে যাতে রপ্তানির আয়ের সাফল্যের সাহায্যে ছোটমাপের মৎস্যজীবীরা বা অন্যান্য শ্রেণীর মূল্য শৃঙ্খলে যুক্ত সকলেই যথাযথভাবে লাভবান হতে পারেন।

৭.৯ রাষ্ট্রকে এমন সব পরিবেশন সংক্রান্ত, সামাজিক এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক মূল্য নিরূপণ ইত্যাদি সম্পর্কিত নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে যাতে পরিবেশ, ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষ উদ্ভূদ সংস্কৃতি, জীবন-জীবিকা এবং খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিশেষ করণীয়গুলি যথাযথভাবে সম্বোধিত হয়। স্বার্থসংশ্লিষ্টদের সঙ্গে পরামর্শ আলোচনা এই সমস্ত নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণের আব্যশিক অঙ্গ হওয়া উচিত।

৭.১০ ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষের মূল্য শৃঙ্খলের সঙ্গে স্বার্থ জড়িত সকলের কাছে বাজার ও বাণিজ্য-সংক্রান্ত তথ্য যাতে পৌঁছাতে পারে সেই সুযোগ রাষ্ট্রকে করে দিতে হবে। পরিবর্তনশীল বাজারের অবস্থার সঙ্গে যাতে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষের স্বার্থ সংশ্লিষ্টরা সামঞ্জস্য বিধান করে নিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে সময়মতো বাজারের পরিস্থিতি সঠিক খবর পেতে তাঁদের সামর্থ্য বাড়াবার কাজে রাষ্ট্রকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে হবে। ক্ষুদ্রায়তনের মৎস্যচাষ গুলির সঙ্গে স্বার্থ সংশ্লিষ্টদের এবং বিশেষ করে মহিলা এবং নিরাপত্তাহীন ও প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির জন্য দরকার তাঁদের সক্ষমতার মানের উন্নয়ন যাতে তাঁরা একদিকে বিশ্ব বাজারের এবং স্থানীয় পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য নিজেদেরকে কিছুটা বদলে নিতে পারেন, আবার সঙ্গে সঙ্গে যথাযথভাবে বিশ্ববাজারে প্রবণতার গতিপ্রকৃতি ও আঞ্চলিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কিছুটা লাভ উঠিয়ে নিতে পারে। এভাবে পরিস্থিতির সম্ভাব্য ঋণাত্মক অভিঘাতকে নূন্যতম পর্যায়ে ঠেলে দিতে পারেন।

৮. লিঙ্গ সমতা

৮.১ লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সকলের এক সঙ্গে প্রচেষ্টা চালানো উচিত এবং লিঙ্গ বৈষম্য দূর করে স্ত্রী-পুরুষকে মূলস্রোতে একীভূত করাই হবে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষ উন্নয়নের রণনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই কথাটি সকল পক্ষকেই মেনে নিতে হবে। লিঙ্গ সমতার এই রণনীতিগুলিতে বিভিন্ন সাংস্কৃতির পরিপেক্ষিতে বিভিন্ন প্রয়োগ কৌশলের প্রয়োজন হবে আর এসমস্ত গুলির ক্ষেত্রেই মহিলাদের প্রতি বৈষম্যমূলক বিরূপ আচরণের তীব্র বিরোধিতা করতে হবে।

৮.২ রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অবশ্য পালনীয় শর্তগুলিকে মেনে নিতে হবে এবং যে সমস্ত প্রাসঙ্গিক বিধিগুলিতে তাঁরা অংশভাগী, সেগুলিকে অবশ্যই কার্যকর করতে হবে। এর মধ্যে অন্য অনেকগুলির সঙ্গে আছে CEDAW এবং বেইজিং ঘোষণা এবং সক্রিয়তার মঞ্চ – এক্তহা ভুলে গেলে চলবে না। ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষগুলির সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত নীতিগুলির ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় মহিলাদের সমান অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রের সচেষ্ট হওয়া উচিত। CSO -র জন্য পরিসর তৈরী করার সময়ে মহিলাদের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে মহিলা মৎস্যজীবি এবং তাঁদের সংগঠনের বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবিধানের জন্য তৎপর হতে রাষ্ট্রকে বিশেষ পদক্ষেপ নিতে হবে। মৎস্যচাষীদের সংগঠনগুলিতে যোগদানের জন্য মহিলাদেরকে উৎসারহিত করতে হবে এবং প্রাসঙ্গিক সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির পক্ষে সমর্থন জরো করতে হবে।

৮.৩ রাষ্ট্রকে লিঙ্গ সমতার বাস্তবায়নের জন্য নতুন নীতি গ্রহণ এবং আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং

প্রয়োজনে যে আইন, নীতি এবং ব্যবস্থাগুলি লিঙ্গসমতার সঙ্গে খাপ খায় না সেগুলিকে বদলে নিতে হবে, সেই বদলানোর সময় সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থানের ব্যাপারটিকে হিসাবে রাখতে হবে। সম্প্রসারণের কর্মী হিসাবে স্ত্রী—পুরুষ উভয়কেই নিযুক্ত করতে হবে, দেখতে হবে স্ত্রী—পুরুষ উভয়েই সম্প্রসারণ বা প্রযুক্তি পরিষেবার কাজ করার সমান সুযোগ পায় অথবা আইনের সহায়তার ব্যাপারেও সমান সুযোগ পায় এই রকমের মৎস্যচাষ সংক্রান্ত নানা বিষয়ে লিঙ্গ সমতার প্রতিষ্ঠার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের সামনের সারিতে রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে। মহিলাদের মর্যাদা বাড়ানো এবং লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন, নীতিগ্রহণ ও সক্রিয়তার বাস্তব অভিঘাত—নিরূপণ করার জন্য কাজের মূল্যায়ন পদ্ধতি গড়ে তোলার ব্যাপারে সকলকেই সহযোগিতা করা উচিত।

৮.৪ ক্ষুদ্রায়তনের মৎস্যচাষে মহিলাদের কাজে উপযুক্ত এবং প্রয়োজনীয় উন্নত প্রযুক্তি গড়ে তোলার কাজে সকল পক্ষেরই উৎসাহ দেওয়া উচিত।

৯. বিপর্যয়ের ঝুঁকি ও জলবায়ু পরিবর্তন

৯.১ স্থায়িত্বশীল ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষের প্রাসঙ্গিকতায় তো বটেই, সাধারণভাবেই বলা যায় জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদের মোকাবিলার জন্য জরুরি হচ্ছে দ্রুত এবং বিশাল মাপের সক্রিয় পদক্ষেপ, যেটিতে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে জাতিসংঘের কাঠামো নির্মাণ (Framework) সম্মেলনের (UNFCC) উদ্দেশ্যে, নীতি এবং শর্তাবলী অনুসরণ করতে হবে এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের বিষয়ে জাতি সঙ্ঘের সম্মেলনের (রিও+২০) চূড়ান্ত দলিল — 'যে ভবিষ্যৎ আমাদের কাম্য'—টিকে বিবেচনাধীন রাখতে হবে, এই কথাটা সব রাষ্ট্রেরই মনে রাখা উচিত।

৯.২ ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষের ওপর প্রাকৃতিক এবং মানব সভ্যতাসৃষ্ট বিপর্যয় ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্নতা বিশিষ্ট ক্ষতিকারক প্রভাবকে চিহ্নিত করা এবং গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা — সকল তরফেরই কর্তব্য। মৎস্যচাষের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবের প্রতিকার করার জন্য রাষ্ট্রের নীতি প্রণয়ন ও পরিকল্পনা করা উচিত। বিশেষ করে দেশীয় জনগোষ্ঠীর নারীপুরুষ সহ মৎস্যজীবী গোষ্ঠীদেরকে নিয়ে নিরাপত্তাহীন এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সকলের সাথে সম্পূর্ণ খোলামেলা এবং কার্যকরী আলোচনার ভিতর দিয়ে, বিশেষ করে যেখানে যেমন দরকার তেমনটি রদবদল ঘটিয়ে বা খতির পরিমাণ কমিয়ে সাথে সাথে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলার বিশেষ রণনীতি গ্রহণের সাহায্যে এই কাজটা করতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ছোট ছোট দ্বীপগুলিতে খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টি সরবরাহ, গৃহ নির্মাণ এবং জীবিকার ওপর বেশী প্রভাব পড়ে, তাই সেখানকার মৎস্যজীবি গোষ্ঠীগুলির জন্য বিশেষ সহায়তা প্রদান করতে হবে।

৯.৩ ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষের ওপর বিপর্যয়ের বিপদ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কু-প্রভাবের মোকাবিলার জন্য নিজেদের বিভিন্ন ক্ষেত্রের ভিতর সহযোগিতা সহ সমন্বিত ও সামগ্রিক কর্ম কৌশলের প্রয়োজনীয়তার কথা সকল তরফেই স্বীকার করতে হবে। রাষ্ট্র সমূহ এবং সম্পর্কিত সকল পক্ষেরই দূষণ, তটক্ষয় এবং মৎস্য শিকার ছাড়া মনুষ্য সৃষ্ট অন্য কারণগুলিতে

উপকূলের জীবজন্তু — গাছপালা — স্বাভাবিক আবাসের বিনাশে সমস্ত বিষয়গুলির মুখোমুখি হতে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। মৎস্যজীবি গোষ্ঠীগুলির জীবন জীবিকার ওপর সমস্ত সমস্যা গুলির ভীষণ রকম ক্ষতিকারক প্রভাব ফেলে সাথে সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য অভিঘাতের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার তৎপরতার ওপরও প্রভাব ফেলে।

৯.৪ জলবায়ু—পরিবর্তন অথবা প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়গুলির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ মৎস্যজীবি গোষ্ঠীদেরকে ছোট খাটো রদবদল, সাময়িক কষ্ট লাঘবের সম্বল সরবরাহ ও সাহায্যের পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে সহায়তা করা, পাশে দাঁড়ানোর কথা রাষ্ট্রের তরফে ভাবা উচিত।

৯.৫ ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষের ওপর মানুষের নানা কার্যকলাপের কারণে সংঘটিত ক্ষতিকারক বিপর্যয়গুলির জন্য দায়ীপক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করতে হবে।

৯.৬ শিকারোত্তর পর্ব এবং বাণিজ্য উপ-বিভাগটির ওপর মাছের প্রজাতি এবং সংখ্যা এবং মাছের গুণ এবং নিজস্ব জীবন ও বাজারজাত করার উপর জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিপর্যয়গুলি যে আঘাত হানে সেগুলি নিয়ে সব পক্ষকেই এক সঙ্গে চিন্তা ভাবনা করতে হবে। ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষের সঙ্গে স্বার্থ আবদ্ধ সকল পক্ষেরই ঋণাত্মক অভিঘাতের তিব্রতা লাঘব করার জন্য সামঞ্জস্য বিধানের উদ্দেশ্যে রদবদলের পদক্ষেপ নিতে রাষ্ট্রের তরফে সাহায্যের ব্যবস্থা করতে হবে। যখন নতুন প্রযুক্তির প্রয়োগ শুরু করা হবে তখন সেগুলি মৎস্যপ্রজাতিদের সম্ভাব্য পরিবর্তন, উৎপন্ন দ্রব্য, বাজার এবং জলবায়ুর অস্থিরতার ব্যাপারে নমনীয় ও গ্রাহ্য করে নিতে হবে।

৯.৭ ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষের ক্ষেত্রে আপোদকালীন তৎপরতা ও বিপর্যয়ের মোকাবিলার জন্য উপযুক্ত প্রস্তুতি কতটা সম্পর্কযুক্ত সে বিষয়ে রাষ্ট্রকে অবহিত হতে হবে এবং ত্রাণ ও উন্নয়নের অবিরল অনবচ্ছেদের ধারণাকে প্রয়োগ করতে হবে। দীর্ঘস্থায়ী উন্নয়নের উদ্দেশ্য হল আপোদকালীন অবস্থায় সর্বক্ষন তাৎক্ষণিক ত্রাণ ও পুনর্বাসন, পুনর্নির্মাণ ও উদ্ধারের সাথে সাথে ও ভবিষ্যতের বিপর্যয়েও দুর্দশা কমাবার ব্যবস্থা নিতে হবে। বিপর্যয় মোকাবিলা ও পুনর্গঠণের ক্ষেত্রে ‘পূর্বের চেয়ে ভালো গঠন’ নীতি প্রয়োগ করতে হবে।

৯.৮ জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত উদ্যোগগুলিতে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষের ভূমিকা প্রসারণের জন্য সকল পক্ষেরই ভূমিকা গ্রহণ করা উচিত এবং মৎস্যশিকার, শিকারোত্তর পর্ব, বিক্রি এবং বণ্টন, এই সমগ্র মূল্য—শৃঙ্খল—সমেত উপ-বিভাগটিতে সকল তরফ থেকে উৎসাহ প্রদান এবং সমর্থন করা উচিত।

৯.৯ ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবি গোষ্ঠির লোকেরা যাতে উপযোগীকরণের জন্য টাকার যোগান, সুযোগ সুবিধা অথবা জলবায়ু পরিবর্তনের পরিস্থিতি—উপযোগি সংস্কৃতি—বান্ধব প্রযুক্তি সহজে পেতে পারেন সেদিকে রাষ্ট্রকে দৃষ্টিপাত করতে হবে।

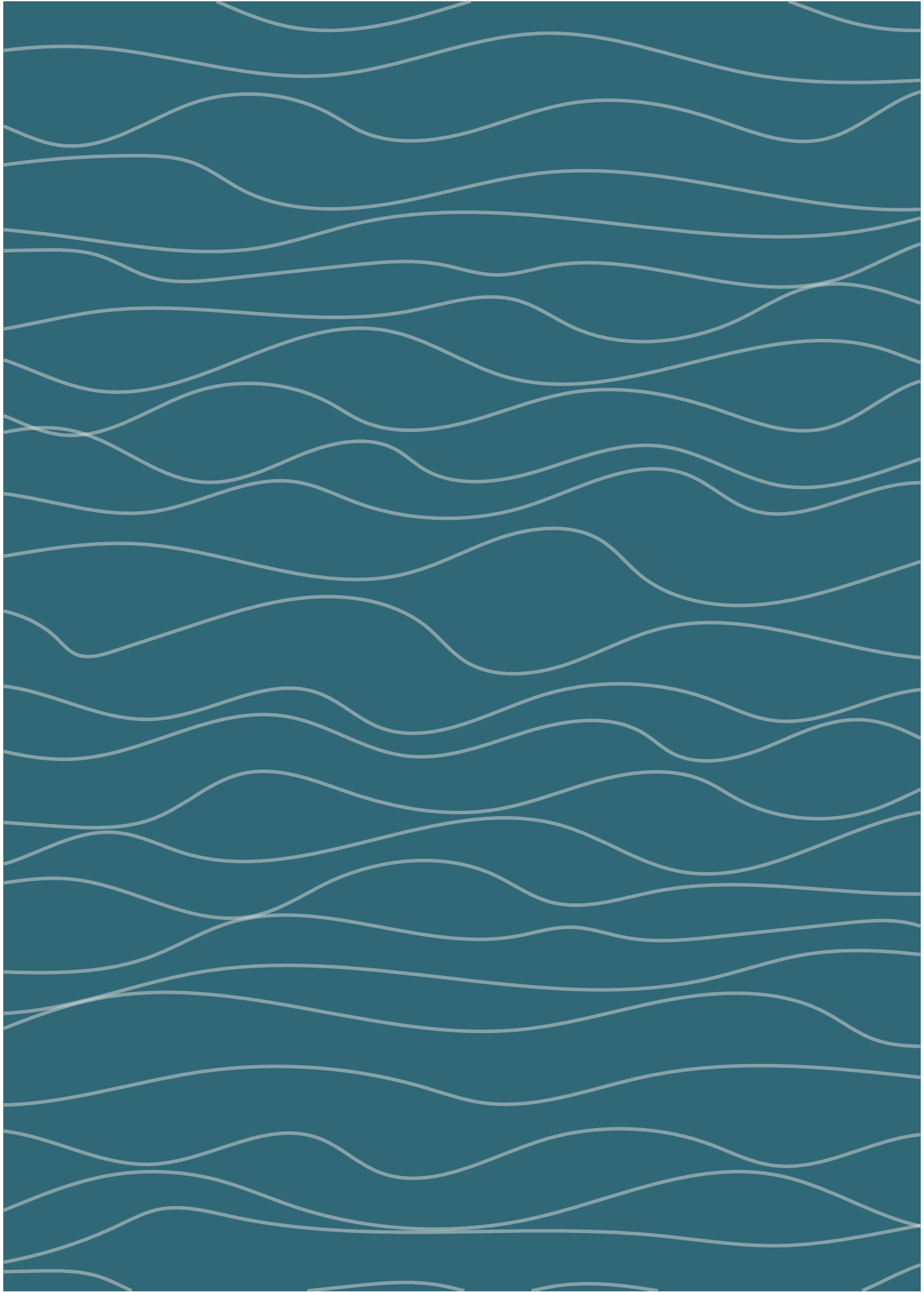

অংশ ৩
অনুকুল পরিবেশের সৃজন এবং বাস্তবায়নে সহায়তা

১০। নীতির সুসঙ্গতি, প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয় ও সহযোগিতা

১০.১ জাতীয় স্তরে গৃহীত মানবাধিকার আইন, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন, আদিম অধিবাসী সম্পর্কিত বিধি সমেত অন্যান্য আন্তর্জাতিক বিধি যেমনঃ আর্থিক উন্নয়ন, শক্তি, শিক্ষা, নিরাপত্তা ও পুষ্টি নীতি, শ্রম ও নিয়োগ নীতি, বাণিজ্য নীতি, বিপর্যয় ঝুঁকি পরিচালনা (DRM), জলবায়ু পরিবর্তনের উপযোগীকরণ নীতি (CCA), মৎস্যচাষ অধিগম্যতা ব্যবস্থা এবং ক্ষুদ্রমৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের মধ্যে সার্বিক উন্নয়নের প্রসারের উদ্দেশ্যে অন্যান্য মৎস্যচাষ ক্ষেত্রীয় নীতি-পরিকল্পনা এবং পুঁজিনিবেশ ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত নীতিগুলির সামঞ্জস্য বিধানের জন্য রাষ্ট্রকে সমগ্র ব্যাপারটির গুরুত্ব স্বীকার করে কাজ করতে হবে। বিশেষ করে লিঙ্গ সাম্যতাকে নিশ্চিত করতে হবে।

১০.২ রাষ্ট্র প্রয়োজন মতো বৃহৎ পরিকল্পনা তৈরী ও প্রয়োগ করবে, দেশের ভিতরের জলাশয় ও সামুদ্রতট পরিসরের জন্য উন্নয়ন পরকল্পনার ও তার ব্যবস্থাপনার সময় ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষের স্বার্থ ও তার ভূমিকার কথা মাথায় রাখতে হবে। আলাপ-আলোচনার অংশ গ্রহণ এবং প্রচারের মাধ্যমে লিঙ্গ সংবেদী নীতি এবং নিয়ন্ত্রণ নীতি ও ব্যাপ্তিযুক্ত পরিকল্পনা সংক্রান্ত আইন উপযুক্তভাবে গড়ে তোলা উচিত। ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবি সম্প্রদায় ও অন্যান্য গোষ্ঠীগুলি যেভাবে পরিকল্পনা করে বা আঞ্চলিক উন্নয়নের ছক কষে, প্রথাগত কত্তনী ব্যবস্থা এবং সম্প্রদায়-ভিত্তিক-সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থার মাধ্যমে, পরিস্থিতি অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক পরিকল্পনা পদ্ধতির মধ্যেও সেই পথ অবলম্বনে কথা বিবেচনা করতে হবে।

১০.৩ সামুদ্রিক ও দেশাভ্যন্তরস্থ জলাশয়গুলির স্থায়িত্বশীলতা ও বাস্তুতন্ত্র বিষয়ক নীতিগুলির সমন্বয় সাধন সুনিশ্চিত করতে এবং সাথে সাথে মৎস্যচাষ, কৃষি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ বিষয়ক নীতিগুলির সামগ্রিকভাবে যাতে এই বিভাগগুলির থেকে পাওয়া আন্তঃসম্পর্কযুক্ত জীবিকার সুযোগ বাড়তে পারে— সে ব্যাপারটি সুনিশ্চিত করতে রাষ্ট্রকে নীতি গ্রহণ করতে হবে।

১০.৪ রাষ্ট্রের মৎস্যচাষ নীতি হবে দীর্ঘস্থায়ী, ক্ষুদ্রায়তন— মৎস্যচাষ অনুকূল যা পরিবেশ বান্ধব, ভবিষ্যত দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র অপসারণে পথের দিশারী

১০.৫ রাষ্ট্রকে এমন সব প্রতিষ্ঠানিক পরিকাঠামো নির্মাণ ও যোগসূত্র তৈরী করতে হবে, যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকবে স্থানীয় - জাতীয় - মহাদেশীয় - বিশ্বব্যাপী যোগাযোগ ও যোগসূত্র যা গৃহীত নীতির সুসংগত, অন্তঃবিভাগীয় সহযোগিতা এবং মৎস্যসচাষের ক্ষেত্রে সার্বিকতাবাদী ও একাঙ্গীভূত

বাস্তুতন্ত্র-সৃজনের কর্মকৌশল রূপায়নের জন্য প্রয়োজন — একই সঙ্গে প্রয়োজন সুস্পষ্ট দায়িত্ব বণ্টন এবং সরকারী দপ্তর ও ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবি গোষ্ঠীর এজেন্সিগুলির ভিতরে সুনির্দিষ্ট যোগাযোগ কেন্দ্র।

১০.৬ ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষের সঙ্গে স্বার্থ-সংশ্লিষ্টদের নিজেদের পেশা ভিত্তিক গঠনগুলির (যেমন মৎস্যচাষী সমবায়, এবং CSO)— নিজেদের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানো উচিত। তাঁদের নিজেদের অভিজ্ঞতা ও তথ্য বিনিময় এবং ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষের গোষ্ঠীগুলির সাথে প্রাসঙ্গিক নীতি প্রণয়ন ও সিধান্ত গঠনে অংশগ্রহণ করতে তাঁদেরকে সমন্বিত সংযোগসূত্র এবং তথ্য-অভিজ্ঞতা আদান প্রদানের মঞ্চ গড়ে তুলতে হবে।

১০.৭ বাস্তুতন্ত্র ভিত্তিক এবং জাতীয় আইনানুযায়ী ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষের পরিচালনার ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন কার্যকরী সাহায্য করতে পারে এই কথাটি উপযুক্ততার স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

১০.৮ রাষ্ট্রকে স্থায়িত্বশীল ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষের নিরাপত্তার জন্য আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক স্তরে সহযোগিতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে হবে। রাষ্ট্রসহ সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষীদের ক্ষমতা ও বোঝাপড়া বৃদ্ধিতে যথোপযুক্তভাবে সাহায্য করতে হবে এবং প্রয়োজনে পাস্পারিক সম্মতির ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিও হস্তান্তর করা দরকার।

১১। তথ্য সংস্থান, গবেষণা ও যোগাযোগ

১১.১ রাষ্ট্রের স্বচ্ছতার সাথে একটি মৎস্যচাষ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের ব্যাবস্থাপনা স্থাপন করা দরকার, যাতে জীবনবিজ্ঞান সংক্রান্ত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথ্য সংগৃহীত থাকবে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষের দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত সংগ্রহণের প্রয়োজনে। যার দ্বারা বাস্তুতন্ত্রের স্থায়িত্বশীলতা ও মজুত মৎস্য সম্পদ নিশ্চিত করা যায়। সরকারী পরিসংখ্যানে স্ত্রী-পুরুষ ভেদে ভাগ করা তথ্য তৈরী করার জন্য উদ্যোগ নিতে হবে। তার সঙ্গে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষ যুক্ত আর্থ-সামাজিক বিষয় এগুলির উন্নত বোঝাপড়া ও তার প্রকাশক্ষম তথ্য তৈরীতেও উদ্যোগ নিতে হবে।

১১.২ সমস্ত স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট পক্ষ এবং ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষ সম্প্রদায়গুলিকে কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পারস্পারিক যোগাযোগ ও তথ্য বিনিময়ের গুরুত্বকে স্বীকার করে নিতে হবে।

১১.৩ রাষ্ট্রকে দুর্নীতি ঠেকাবার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, বিশেষ করে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীদের দায়বদ্ধ করার মধ্য দিয়ে। ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবি গোষ্ঠিগুলির যথাযথ অংশ গ্রহণ ও তাঁদের সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিরপেক্ষতা

নিশ্চিত করতে হবে ও তা দ্রুত প্রকাশ করতে হবে।

১১.৪ সকল পক্ষকেই এটা বুঝতে হবে যে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবি গোষ্ঠীগুলি জ্ঞানের অধিকারী, জ্ঞান প্রদানকারী এবং জ্ঞানের গ্রাহক, বর্তমান সমস্যাগুলির মোকাবিলা করার জন্য এবং নিজেদের জীবিকার মনোন্নয়নের স্বার্থে তাঁদের সামর্থ্য বর্ধণের পক্ষে উপযোগী তথ্য ভাণ্ডারে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবি গোষ্ঠীর বা তাঁদের সংগঠনগুলি প্রবেশাধিকারের গুরুত্ব উপলব্ধি করার প্রয়োজন আছে। সম্প্রদায়ের পক্ষে কোন তথ্যগুলি কতটা প্রয়োজন তা নির্ভর করে তাঁদেরকে মৎস্যচাষ ও জীবিকা নির্বাহের জন্য বর্তমানে কোন কোন জৈব, আইনি এবং সংস্কৃতি সমস্যা গুলির মুখোমুখি হতে হচ্ছে তার উপর।

১১.৫ দায়িত্বশীল ক্ষুদ্রায়তন ফিশারিগুলির পক্ষে প্রয়োজনীয় তথ্য এবং স্থায়িত্বশীল বিকাশের বিষয়ে তথ্য পাওয়ার ব্যাপারটি রাষ্ট্রকে সুনিশ্চিত করতে হবে— তার সঙ্গে বেআইনি, গোপন এবং অনিয়ন্ত্রিত(IUU) মৎস্য শিকারের তথ্য পাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এসব কিছুর সঙ্গে জুড়ে যাবে বিপর্যয়ের বিপদ, জলবায়ু পরিবর্তন, জীবিকা ও খাদ্য নিরাপত্তার বিষয় গুলি। বিশেষ করে নিরাপত্তাহীন প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির জন্য বিশেষ পরিচর্যার ব্যাপারটি। তথ্যের কম জোগানের পরিস্থিতির জন্য নির্মাণ করতে হবে তথ্যের কম চাহিদার পরিস্থিতির তথ্য সংস্থানের কর্ম-কৌশল।

১১.৬ লঘু উদ্যোগের মৎস্যজীবি গোষ্ঠী ও আদিম অধিবাসীদের প্রজ্ঞা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং পরম্পরার স্বীকৃতি এবং প্রয়োজনে সমর্থন সকল পক্ষের তরফ থেকেই সুনিশ্চিত করতে হবে। তাঁদেরকে স্থানীয় দায়িত্বশীল প্রশাসন এবং স্থায়িত্বশীল উনন্নয়ের কর্মকৌশলের ব্যাপারে অবহিত করে দিতে হবে। মহিলা মৎস্যজীবি ও মৎস্যকর্মীদের বিশেষ প্রজ্ঞাকে সাম্যতা ও সমর্থন প্রদান করতে হবে। পরম্পরাগত মৎস্যচাষের প্রজ্ঞা এবং প্রযুক্তি অনুসন্ধান এবং পঞ্জিকরনের কাজ সরকারকে করতে হবে, যাতে স্থায়িত্বশীল মৎস্যচাষের সংরক্ষণ, পরিচালনা এবং উন্নয়নের কাজে সেগুলি কতদূর প্রযোজ্য তা নিরূপণ করা যায়।

১১.৭ রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সম্পর্কযুক্ত পক্ষগুলির তরফে লঘু উদ্যোগের মৎস্যজীবি গোষ্ঠীকে বিশেষ করে আদিবাসী, মহিলা এবং শুধু দিন গুজরানের জন্যে যাঁরা মৎস্য শিকারের উপর নির্ভর করেন তাঁদেরকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতে হবে এবং দরকার মতো প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সাহায্য দিতে হবে যাতে করে জলজ জীব সম্পদ ও মৎস্যশিকারের প্রকরণ বিষয়ে পরম্পরাগত জ্ঞানগুলি সংগঠিত করা, বজায় রাখা ও বিনিময় করা যায় এবং জলসম্পর্কিত বাস্তুতন্ত্রের জ্ঞানকে উচ্চস্তরে নিয়ে যাওয়া যায়।

১১.৮ সীমান্তের দু'দিকের জলজসম্পদ সম্পর্কিত তথ্য সমেত সকল তথ্যের সহজ লভ্যতা, প্রবাহ এবং বিনিময় প্রক্রিয়াকে উপযুক্ত নতুন প্লাটফর্ম ও সমন্বিত

সংযোগসূত্র নির্মাণের মাধ্যমে অথবা পুরনোগুলিকে সম্প্রদায়ভিত্তিক, জাতীয়, উপ-আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক স্তরে ব্যবহারের মাধ্যমে প্রসারিত করার উদ্যোগ সকল পক্ষ থেকেই নিতে হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় আনুভূমিক এবং উলম্ব উভয় প্রকারের তথ্য প্রবাহকেই অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মাত্রাকে হিসাবের মধ্যে রেখে যথোপযুক্ত দিশা, যন্ত্রকৌশল এবং প্রচারমূলক লঘু ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবি গোষ্ঠির সঙ্গে যোগাযোগ নির্মাণ ও তাঁদের সামর্থ্য-বর্ধনের কাজে ব্যবহার করতে হবে।

১১.৯ রাষ্ট্র ও অন্যপক্ষগুলির দিক থেকে ক্ষুদ্রায়তন ফিশারীর গবেষণায় অর্থসংস্থানের ব্যাপারটিকে যথাসাধ্য সুনিশ্চয় করতে হবে এবং সমন্বয় ও অংশভিত্তিক তথ্য সংকলন, বিশ্লেষণ ও গবেষণাকে উৎসাহিত করতে হবে। রাষ্ট্র এবং অন্যান্য পক্ষকে এই গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত করার ব্যাপারে সচেষ্ট হতে হবে, গবেষণার সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষ থেকে সামর্থ্য-উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সাহায্য করতে হবে যাতে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবী সম্প্রদায় থেকে লোকেরা গবেষণা বা গবেষণালব্ধ ফল প্রয়োগের প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারেন। আলোচনা প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে গবেষণার মধ্য দিয়ে গবেষণার জন্য কোন বিষয়গুলি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা বাছাই করা হবে এবং এই ব্যাপারটিতে স্থায়িত্বশীল ভাবে সম্পদের ব্যবহার, খাদ্য নিরাপত্তা, পুষ্টির যোগান, দারিদ্র্য-দূরীকরণ এবং যথাযথ উন্নয়ন এবং তার সঙ্গে DRM ও CCAO বিচারয্যগুলিও অন্তরভূক্ত থাকবে। এসব ক্ষেত্রগুলিতে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষের ভূমিকার দিকে গবেষণার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকবে।

১১.১০ দেশান্তরী সমেত সকল মৎস্যজীবি মৎস্য শ্রমিকদের কাজের অবস্থা ও পরিস্থিতি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সিদ্ধান্ত গঠনের প্রক্রিয়া প্রভৃতি নিয়ে গবেষণাকে যাতে রাষ্ট্র ও অন্যান্য সম্পর্কিত পক্ষও অগ্রাধিকার দেয় সেই ব্যাপারটি দেখতে হবে— এই গবেষণার পরিপেক্ষিত হিসাবে রাখতে হবে, লিঙ্গ সম্পর্ককে, যাতে মৎস্যচাষে স্ত্রী ও পুরুষ উভয় পক্ষই ন্যায় সঙ্গতভাবে লাভের ভাগী হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় নীতির বিষয়ে অবহিত করা যায়। ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষের জন্য পরিকল্পনা পরিস্থিতি পর্যায়ে ঐক্যবদ্ধ লিঙ্গ ধারার অভিমুখী প্রচেষ্টার সঙ্গে লিঙ্গ ভিত্তি বিশ্লেষণের ব্যবহারকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। যাতে লিঙ্গ সচেতন মধ্যস্ততাগুলি নির্মাণ করা যায়। লিঙ্গ বৈষম্যের ওপর নিয়মিত নজর রেখে তার প্রতিবিধান করতে এবং মধ্যস্থতাগুলির ফলে সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কি ভালো প্রভাব পড়ছে সেই তথ্যগুলি সংবদ্ধভাবে সংগ্রহ করতে লিঙ্গ-সচেতন সূচকগুলিকে ব্যবহার করতে হবে।

১১.১১ সামুদ্রিক খাদ্য উৎপাদনে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষের ভূমিকা স্বীকৃতি প্রদান করে রাষ্ট্র এবং অন্য পক্ষগুলির তরফে মাছ এবং মৎস্যজাত দ্রব্যের

ব্যবহারের বিষয়টি উপভোক্তাদের শিক্ষণ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত— যাতে মাছ খাওয়া পুষ্টিগত গুণাবলি সবচেয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়। তার সঙ্গে কিভাবে মাছ বা মৎস্যজাত দ্রব্যের গুণাবলী নিরূপণ করা যায় সে বিষয়েও জানাতে হবে।

১২। সামর্থ্যর বিকাশ সাধন ও প্রশিক্ষনঃ

১২.১ ক্ষুদ্রায়তন মতসজীবি সম্প্রদায়ের লোকেরা যাতে দিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রকিয়ায় অংশগ্রহণ করার উপযুক্ত সামর্থ্য-অর্জন করে সেই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্র ও অন্য পক্ষগুলির তরফে তাঁদের খমতার বিকাশসাধনের কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত। এই লক্ষ্যে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষ উপবিভাগের সমগ্র মূল্য শৃঙ্খল জুড়ে বিস্তার এবং বৈচিত্র্যের বাস্তবটি যাতে আইনিসিদ্ধ, গণতান্ত্রিক এবং প্রতিনিধিত্বমূলক কাঠামো সৃষ্টির ভিতর দিয়ে যথাযথভাবে পরিবেশিত হয় সেই ব্যাপারটিকে সুনিশ্চিত করতে হবে। সেই সব কাঠামোর মধ্যে মহিলাদের যথাযথ অংশগ্রহণের সপক্ষে কাজ করার দিকটিতে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। যেখানে যুক্তিযুক্ত বা দরকারি মনে হবে সেখানে আলাদা পরিসর এবং প্রকরণ সরবরাহ করতে হবে যাতে তাঁদের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত ব্যাপারগুলি নিয়ে স্বয়ংশাষিতভাবেই সংগঠিত হবার সামর্থ্য মহিলারা অর্জন করেন,

১২.২ রাষ্ট্র ও অন্যান্য স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষের তরফে উন্নয়ন কর্মসূচীর ভিতর দিয়ে সামর্থ্য বৃদ্ধির সুযোগ করে দিতে হবে যাতে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষীরা বাজারে সুযোগ সুবিধা থেকে লাভ ওঠাতে পারে।

১২.৩ বর্তমান জ্ঞান ও দক্ষতার ওপর ভিত্তি করেই যে ক্ষমতার বিকাশ করে যেতে হবে দে ব্যাপারটি সকল্কেই মেনে নিতে হবে এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করে নিতে হবে যে এতই জ্ঞান স্থানান্তরের একটি উভমুখী প্রক্রিয়া— এর মাধ্যমে নিরাপত্তাহীন প্রান্তিক গোষ্ঠী, নারী-পুরুষ সব ব্যাক্তির প্রয়োজন পূরণের জন্য নমনীয় ও উপযুক্ত শিক্ষার পথ হাতে তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও, খমতার বিকাশের প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে খারাপ সময় কাটিয়ে উঠে স্বাভাবিকতায় ফেরার স্থিতিস্থাপক ক্ষমতার নির্মাণ এবং CCA-র প্রাসঙ্গিকতায় মৎস্যজীবি সম্প্রদায়ের অভিযোজনের ক্ষমতা নির্মাণ।

১২.৪ সর্বস্তররে সরকারি কর্তৃপক্ষ এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলিকে দক্ষতা এবং জ্ঞান নির্মাণে একসাথে কাজ করতে হবে, যার সাহায্যে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষীরা উন্নয়নের ব্যাপারটিতে এবং যথোপযুক্ত ক্ষেত্রে সফলভাবে পরিচালন ব্যবস্থাকে সহায়তা প্রদান করে যেতে পারে। বিকেন্দ্রীভূত এবং সরাসরি প্রশাসনিক সুনিয়ন্ত্রিত এবং উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত স্থানীয় সরকারি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগুলিকে গবেষণার ক্ষেত্র সমেত ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবি গোষ্ঠীর সঙ্গে যাতে জুড়ে দেওয়া যায় সে দিকটিতে সচেষ্ট থাকতে হবে।

১৩। বাস্তবায়ন সহায়তা এবং অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ

১৩.১ জাতীয় অগ্রাধিকারগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী এই নির্দেশক নীতিগুলির ব্যবহারিক প্রয়োগের কাজে সকল পক্ষকেই উৎসাহিত করা হচ্ছে।

১৩.২ সাহায্য দানের কার্যকরী প্রয়োগ, এবং আর্থিক সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবহারের কাজে সক্রিয় সহযোগিতার জন্য রাষ্ট্র সহ সকল পক্ষেরই এগিয়ে আসা উচিত। উন্নয়নের ক্ষেত্রের সকল অংশীদার, জাতিসংঘের বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন এজেন্সিসমূহ এবং আঞ্চলিক সংগঠনগুলিকে নির্দেশক নীতিগুলির (দক্ষিণ সহযোগিতার মাধ্যমেও) রুপায়নের স্বেচ্ছাধীন উদ্যোগকে সমর্থন দেওয়ার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহযোগিতা, আর্থিক সাহায্য, প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার বিকাশ, জ্ঞান আদান-প্রদান জাতীয় ক্ষুদ্রায়তনের মৎস্যচাষ উন্নয়নে প্রযুক্তি হস্তান্তরের সহযোগিতা— যে কোনো একটি উপায়ে এই সাহায্য করা যেতে পারে।

১৩.৩ রাষ্ট্র এবং অন্যান্য পক্ষগুলির উচিৎ নির্দেশক নীতিগুলির বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং সেই উদ্দেশ্য ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষে কর্মরতদের সুবিধার জন্য সরলীকৃত ও অনুদিত সংস্করণ বিলি করা। রাষ্ট্র এবং অন্যান্য পক্ষগুলির উচিত লিঙ্গ সম্পর্কিত বিশেষ একগুচ্ছ বিষয়বস্তু গঠন করে ক্ষুদ্রায়তনের মৎস্যচাষের ক্ষেত্রগুলিতে লিঙ্গ ভিত্তিক তথ্য এবং মহিলাদের ভূমিকার বিষয়ে তথ্য বণ্টন করা। সাথে সাথে মহিলাদের মর্যাদা, তাঁদের কাজের অবস্থান ও গুন উন্নীত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া।

১৩.৪ রাষ্ট্রগুলির উচিৎ, নির্দেশাবলীগুলির উদ্দেশ্য ও অনুমোদন গুলির প্রণয়ন অগ্রসর হচ্ছে কিনা তা তার প্রতিষ্ঠান মারফৎ নিয়মিত পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে মুল্যায়ন করার গুরুত্ব স্বীকার করা। জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তার পটভূমিতে খাদ্যের অধিকারের ক্রমবর্ধমান বাস্তবায়নের সুফল এবং দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচীর কার্যকর পরিমাপ করাও করণীয় কর্মসূচীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। নীতিগুলির রুপায়ণের ক্ষেত্রে নিয়মিত পর্যবেক্ষণের ফলাফলগুলি নীতিগঠনে পুনঃগ্রহণ ও পুনঃরূপায়ণের জন্য অনুমোদনযুক্ত প্রকরণকে কাজে লাগাতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তার লক্ষ্যে ও দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য স্ত্রী-পুরুষ উভয়কে ধরেই স্থায়িত্বশীল সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যচাষের প্রকৃত অবদানকে ভালোভাবে আরও যত্ন সহকারে সম্পাদন করতে হবে।

১৩.৫ রাষ্ট্রকে সুশীল সমাজ সংগঠনগুলিকে(CSO) শক্তিশালী প্রতিনিধিত্বসহ জাতীয় স্তরের মঞ্চ গঠনের সুযোগ করে দিতে হবে যাতে নির্দেশক নীতিগুলির

যথাযথ রূপায়ণগুলির পর্যবেক্ষণ করা। ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবি গোষ্ঠীগুলির আইনসম্মত প্রতিনিধিদের উন্নয়ন, নির্দেশক নীতিগুলির রূপায়ণের কর্মকৌশল প্রয়োগ এবং নিয়মিত পর্যবেক্ষণের কাজে যুক্ত করতে হবে। নির্দেশক নীতিগুলির রূপায়ণের সহায়ক আঞ্চলিক পরিকল্পনা সহ বিশ্বব্যাপী সহয়তা কর্মসূচী বিকাশের কাজে FAO -এর তরফে প্রচার ও সমর্থন করতে হবে।

১৩.৬ FAO উপরোক্ত পরিচালন নীতি গুলি, আঞ্চলিক পরিকল্পনা অনুসারে বাস্তবায়িত করতে একটি আন্তর্জাতিকে কর্মসূচীকে সমর্থন ও বাস্তবায়ন করা উচিৎ।

খাদ্য নিরাপত্তা ও দারিদ্র্য বিমোচন প্রেক্ষাপটে টেকসই ক্ষুদ্র মৎস্যশিকার সুরক্ষিত করার জন্য এই স্বেচ্ছা নির্দেশিকা দায়ী মৎস্যশিকারের জন্য কোড অফ কন্ডাক্ট যা ১৯৯৫ এর এফএও-র কোড অফ কন্ডাক্টের একটি সম্পূরক নির্দেশিকা হিসেবে তৈরী হয়েছে। সেগুলি সার্বিক নীতি ও বিধানাবলী সমর্থনে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যশিকারের পরিপূরক নির্দেশনা প্রদান করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল। সেই অনুযায়ী, নির্দেশিকাটিতে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যশিকারের ইতিমধ্যেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার দৃশ্যমানতা, স্বীকৃতি ,বর্ধিতকরণ সমর্থন এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রতি আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় প্রচেষ্টার অবদানের উদ্দেশ্যে করা হয়েছে। নির্দেশনা নথিতে, ক্ষুদ্রায়তন জেলে ও মাছ শ্রমিক ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমগুলি এবং প্রান্তিক মানুষের উপর জোর দিয়ে, দায়ী মৎস্যশিকার ও বর্তমান এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের সুবিধার জন্য টেকসই একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের অধিকার ভিত্তিক বর্ণনা পেশ করা হয়েছে।

আইএসবিএন(ISBN) 978-93-80802-39-8